জাকির নায়েক বুক সিরিজ-১

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

Universal Brotherhood

ডা. জাকির নায়েক

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব
(Universal Brotherhood)

মূল
ডা. জাকির নায়েক
অনুবাদ
মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার
সম্পাদনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স

www.pathagar.org

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

মূল : ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ : **মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার**

ISBN : 984-300-002077-4

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনায়

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স

১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৪৮৩১৯২১৯, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রাপ্তিস্থান

- আহসান ডট কম ডট বিডি
  দোকান ১১২, গিয়াস গার্ডেন
  ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
- আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা
- মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার
- আযাদ বুকস, চট্টগ্রাম
- কোরআন মহল, সিলেট
- পৃথিবী বুক স্টল, দিনাজপুর
- খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd
Cell. 01737419624

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৮
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০২২

প্রচ্ছদ :আহসান টিম

কম্পোজ ও ছাপা

র‍্যাক্স কম্পিউটার, ঢাকা

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

Universal Brotherhood by **Dr. Zakir Naik** Translated into Bengali Muhammad Mahbub Quaisar Published by RAQS Publications 15 Siddheswari Road, Dhaka-1217 First Edition May 2008, Third Edition March 2022, Price Tk 80.00 only. ($ 2.00)

www.pathagar.org

প্রকাশকের কথা

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক যাঁকে বর্তমান বিশ্ব ডা. জাকির নায়েক নামেই চেনে। পেশাগতভাবে ডাক্তার হলেও তিনি বর্তমান বিশ্বে ইসলামের একজন বড়োমাপের দা'য়ী হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতের নাগরিক এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মোম্বাই-এর প্রতিষ্ঠাতা। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডা. নায়েক তাঁর প্রতিষ্ঠিত টি ভি চ্যানেল Peace TV-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি কুরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা, বেদ-পুরান, মহাভারতসহ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে কম্পিউটারের মত তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম। তিনি একজন সুবক্তা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হাজারো মানুষের সমাবেশে তিনি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেন এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জবাব পেশের মাধ্যমে অমুসলিমসহ পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করায় উদ্বুদ্ধ করেন।

ডা. জাকির নায়েক একজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত। তিনি ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম। তাঁর টিভি বক্তৃতা ও বিতর্কগুলো বাংলা ডাবিং করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের ইসলামিক টিভি। তাঁর বক্তৃতার আওয়াজ কানে গেলেই লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং ভাষণ শোনার জন্য ভীড় লেগে যায়।

তাঁর রচিত Universal Brotherhood-এর বাংলা অনুবাদ 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার বইটি অনুবাদ করেছেন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে গ্রন্থখানি আমরা প্রকাশনায় হাত দেই। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের চিন্তার মোড় পরিবর্তনে বইটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.org

www.pathagar.org

সূচিপত্র

❖ ভূমিকা ৭
❖ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য ৯
❖ ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে ১১
❖ পিতার চাইতে মাতা তিন গুন বেশী ভালবাসা ও সাহচর্য পাবে ১৫
❖ ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু সমতা মানে সর্বোতভাবে একরূপ নয় ১৫
❖ বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ যাকাত প্রদান করলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে ১৮
❖ কুরআন প্রতিবেশীকে ভালোবাসার ও সাহায্য করার উপদেশ দেয় ১৮
❖ কুরআন সকল মন্দ কাজের মূলোৎপাটনের গুরুত্ব দেয় ১৯
❖ ইসলাম সমাজের বিভিন্ন মন্দ কাজের মূল নেশাকে নিষিদ্ধ করেছে ২০
❖ কুরআন পরচর্চাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার শামিল মনে করে ২০
❖ সালাত স্বয়ং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক ২১
❖ হজ্জ হল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ২২
❖ সাধারণ মিলের বিষয়ে ঐকমত্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করে ২৪
❖ হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৫
❖ হিন্দু ধর্মগ্রন্থও স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ দেয় ২৫
❖ ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৭
❖ খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৮
❖ যীশু খ্রীষ্ট (আ) কখনো দেবত্ব দাবী করেননি ২৮
❖ ইসলামে স্রষ্টার ধারণা ৩১
❖ রক্ত সম্পর্কের চেয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অনেক উর্ধ্বে ৩৪
❖ প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ৩৯
❖ 'কাফির' শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণা ৩৯
❖ মুসলিমরা 'কাবা'র পূজা করে না; এটি কেবল কিবলা (প্রার্থনার দিক নির্দেশক) ৪০
❖ ভৌগোলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু, বিশ্বাসে নয় ৫৬
❖ উপসংহার ৮০

www.pathagar.org

www.pathagar.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জনগণকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং এই ঐশ্বরিক ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের ভুল ধারণা অপনোদন করাই হওয়া উচিত একজন দা'য়ীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আলহামদুলিল্লাহ! একদল জ্ঞানী দা'য়ী (دَاعِيْ) ইসলামের শিক্ষাকে বিস্তারের এই স্বনির্ধারিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে, ঐসব অমুসলিমদের মাঝে যারা ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা সযত্নে লালন করছে। প্রধানত: কতক অমুসলিম পণ্ডিতের ভ্রান্ত নির্দেশনার কারণে। অবশ্য এতে কিছু কপট-মুসলিমও রয়েছে। এ সকল মেকি পণ্ডিত ও অমুসলিম বিদ্বানগণ তাদের লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে নকল ও সস্তা মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জনের নিমিত্তে নৈতিকভাবে মস্তকাবনত থাকে। খ্যাতি ও অর্থলোলুপ লোকদেরকে তাদের সাধ্যমত ইসলামের কুৎসা রটনার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সমর্থন দানের ব্যাপারে এসব ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো সদা-সর্বদা তৎপর।

এসব লেখক ও বক্তাদের অধিকাংশই ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তথাপিও তাদের পার্থিব প্রাপ্তির জন্য তারা অজ্ঞ ও নিষ্পাপ অমুসলিমদের মনের মধ্যে ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যাগুলো সঞ্চারিত করার রাস্তা বেছে নিয়েছে। সেজন্য সময়ের দাবী হল নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্রের আলোকে লেখনী ও বক্তব্য দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন করা এবং তাদের ঐসব লেখনীর প্রত্যুত্তর করা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞ দা'য়ীদের মধ্যে ডা. জাকির নায়েক, যার অক্লান্ত চেষ্টা ও পারদর্শিতায় ইসলামের দাওয়াত সঠিক-মননের লোকদের কাছে চমকপ্রদ বিষয় হিসেবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। প্রত্যুত্তরের আদলে দেয়া তাঁর বক্তৃতামালা লোকদের সন্দেহ সংশয় দূরীকরণে এক শক্তিমান ও ফলপ্রসু হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। কেননা তাঁর বক্তৃতা ধর্মগ্রন্থ ও বৈজ্ঞানিক উৎসের নির্দেশকে (Indication) এবং উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে বলে খুব কমই ঐ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে; যদি না কেউ ঠুনকো ও ভিত্তিহীন যুক্তি দ্বারা তাকে ব্যাঘাত ঘটাতে চান।

বিভিন্ন বিষয় ও চর্চার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' যা আজকে আলোচিত ও বিশ্লেষিত বিষয়। যে সময়ে এই বিষয়টি ইসলামের সাথে

www.pathagar.org

সম্পর্কিত এবং লোকদেরকে ইসলামের শিক্ষার আলোকে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে, তখন অজ্ঞ ও বিপদগামী অমুসলিমদের একাংশ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন না করেই এ অভিযোগ ও যুক্তি দেখানো আরম্ভ করেছে যে, এই ধর্মটি এক সময় তরবারির জোরে বিকশিত হয়েছে, কিভাবে এটি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' শিক্ষা দেবে?

সেজন্য, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, বিবেচনায় রেখে 'আক্সা এডুকেশনাল সোসাইটি, মুম্বাই' কর্তৃক একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়– যেখানে শহরের কতক উচ্চ পদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়। ডা. জাকির নায়েক 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং অনুষ্ঠানের প্রশ্ন-উত্তর পর্বে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেন।

ডা. জাকির নায়েক কুরআনের আয়াত ও হাদীস এবং বিশেষ করে সালাত ও হজ্জের সময়ে ভ্রাতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় এসবের উদ্ধৃতি ও বরাত দিয়ে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে সবিস্তারে বক্তব্য দেন। একইভাবে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকেও কিছু তথ্য উদ্ধৃত করেন যেগুলোর কিছু কিছু 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলে। যা হোক, তিনি সাধারণ সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর সমর্থনের প্রতি অতি জোর দেন, যা মূলত: বিভিন্ন বিশ্বাসের লোকদেরকে একটি অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের প্লাটফর্মে আনার প্রধান নিয়ামক, একই সাথে তিনি অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন উৎসের এমন নির্দেশকসমূহ উপস্থাপন করেন, যা তাদের অনুসারীদেরকে স্রষ্টার একত্ববাদের বিষয়টি গ্রহণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' অক্ষুণ্ন রাখার শিক্ষা দেয়। আর একত্ববাদের এই বিষয়টি হল সকল ধর্মের মধ্যকার সাধারণ মিলের একটি সঠিক ও যথার্থ উদাহরণ।

যদিও ডা. জাকির নায়েক শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত ও উপস্থাপিত বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক হালকা ও ভিত্তিহীন প্রশ্নের সমাধানের জোর চেষ্টা করেছেন, তিনি তাঁর শান্ত-সৌম্য চরিত্র হারাননি এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থের ও অন্যান্য দৃষ্টান্ত এবং এর সাথে প্রযোজ্য যুক্তির সাহায্যে ঐসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেননা তিনি জানেন যে, 'হেদায়াত' (সঠিক পথের নির্দেশনা) কেবল পরম শক্তিমান আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)ই দিতে পারেন।

ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণ ও তার পরবর্তী প্রশ্ন-উত্তর পর্বটি এই বইয়ে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় যে, লোকদের মধ্যে বিশেষত: অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট অমুসলিম লোকদের মাঝে ইসলামের 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে বিরাজমান যে সংশয়-সন্দেহ তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই বই ও বক্তৃতা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

www.pathagar.org

অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য

যেহেতু অনুষ্ঠানটি 'আকসা এডুকেশনাল সোসাইটি' মুম্বাই কর্তৃক আয়োজিত, এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলেছেন, প্রধান অতিথিও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু তথা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যার প্রধান বক্তা হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশান (আইআরএফ) এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েক।

প্রথমে ব্যারিস্টার মঈন ডন তাঁর সূচনা বক্তব্য দিয়েছেন। বলেছেন : আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন, ভদ্র মহোদয়গণ, সুপ্রভাত। প্রকৃত অর্থে ভিওয়ান্দি (মুম্বাই) এর সকল নাগরিকের জন্য এটি আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, ডা. জাকির নায়েক আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি এই সুযোগে ডা. জাকির নায়েক এবং বিভিন্ন পেশার সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে 'আক্সা এডুকেশনাল সোসাইটি' এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই।

অনুষ্ঠানে আরেকটি পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, পুলিশ কমিশনার জনাব বোহিতে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু তার আকস্মিক কিছু সমস্যার কারণে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। তার পরিবর্তে Mr. Hingarane, যিনি একজন সিনিয়র এডভোকেট, আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করার জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমি 'আকসা এডুকেশনাল সোসাইটি' এর পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুগণ! আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। আমি এখন কারী আবদুস সালামকে আহ্বান করছি ডেস্কে এসে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য।

কারী আবদুস সালাম ইসলামী অভিবাদন রীতি অনুযায়ী সবাইকে সালাম দেন, 'আসসালামু আলাইকুম' এবং তারপর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেন।

ব্যারিস্টার মঈন ডন কিছু ভূমিকাসূচক শব্দ যেমন- جَزَاكَ اللّٰهُ বলে তেলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের অনুবাদ উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কারী আবদুস সালাম এই মাত্র পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১ম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। এখানে উপস্থিত সকলের উপকারের জন্য আমি সেগুলোর অনুবাদ উপস্থাপন করছি।

www.pathagar.org

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি অতি দয়াবান ও করুণাময়। 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীণীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।' (সূরা নিসা : ১)

এখন আমি 'আক্সা এডুকেশনাল সোসাইটি' এর চেয়ারম্যান জনাব জাভেদ ফরিদকে আহ্বান করছি- 'আক্সা এডুকেশনাল সোসাইটি'-এর সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় তুলে ধরার জন্য।

জনাব জাভেদ ফরিদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সমন্বয়কারী, দিনের মূল বক্তা ডা. জাকির নায়েক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্ভাষণ জানান এবং তারপর তিনি উপস্থিত সবাইকে 'আক্সা এডুকেশনাল সোসাইটি' এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও অর্জন এবং অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

ব্যারিস্টার মঈন ডন জনাব জাভেদ ফরিদকে জানিয়ে প্রধান অতিথি সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন এবং ডা. জাকির নায়েকের প্রশংসা করে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে বলেন, ডা. জাকির নায়েক একজন ডাক্তার হিসেবে মেডিক্যাল পেশায় ভালো কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও এই মর্যাদাপূর্ণ পেশাটি ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থে ত্যাগ করেন এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হন।

অতপর, অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ডা. মুহাম্মদ নায়েক সকলকে অনুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি ব্যারিস্টার মঈন ডনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'জাযাকাল্লাহ খায়র', আপনার সুন্দর ভূমিকার জন্য। আমাদের অনুষ্ঠানের ধরন হবে নিম্নরূপ : আমরা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে ডা. জাকির নায়েকের একটি বক্তৃতা শুনবো। তারপর থাকবে একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব যেখানে আমাদের শ্রোতৃমণ্ডলী, সাংবাদিক, উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠানের বিজ্ঞ অতিথিবৃন্দ এবং অত্র অঞ্চলের DCP সহ সকলে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন বা পুন:নিরীক্ষা বা কোন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। যাতে করে উপস্থিত সকলের বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়। আমরা এখনই ডা. জাকির নায়েকের 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে নির্ধারিত বক্তৃতা শুরু করছি।

www.pathagar.org

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে

ডা. জাকির : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার)। শ্রদ্ধেয় এডভোকেট Hegde, এডভোকেট Hingorane, আমার শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি ইসলামী সম্ভাষণ রীতি অনুযায়ী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ (আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, দয়া ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)। আজকের এই শুভ সকালের আলোচনার বিষয় হল "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব"। ভ্রাতৃত্ব বহু ধরনের রয়েছে। যেমন- রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, এ ছাড়া বর্ণ, বংশ কিংবা গোত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধরনের ভ্রাতৃত্ব হল সংক্ষিপ্ত ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ইহা (ইসলাম) বিশ্বাস করে না যে, মানবকুলকে বিভিন্ন বর্ণ বা বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং (এক্ষেত্রে) আমি আমার এই আলোচনা মহিমান্বিত কুরআনের ৪৯ নং সূরার একটি আয়াত উল্লেখ করে শুরু করছি। যাতে "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব" এর ইসলামী প্রত্যয় সর্বোত্তমভাবে বিবৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

অর্থাৎ "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার (যার তাকওয়া আছে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

মহিমান্বিত কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।'- অর্থাৎ সমগ্র মানব বংশ এক জোড়া মানবকুল- সবার পূর্ব পিতা এক এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন যে, তিনি মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভাজিত

www.pathagar.org

করেছেন, যাতে তারা একে অপরকে চিনতে পারে। এ জন্য নয় যে, তারা পরস্পরকে অবজ্ঞা, ঘৃণা করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর দৃষ্টিতে, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 'লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, গাত্রবর্ণ কিংবা সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে 'তাকওয়া'-এর উপর। অর্থাৎ স্রষ্টার অনুভূতি, ধার্মিকতা, তথা ন্যায়নিষ্ঠতা। কোন ব্যক্তি– যে ন্যায়নিষ্ঠ, যে বেশ ধার্মিক, যে স্রষ্টার অনুভূতিসম্পন্ন– সে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) দৃষ্টিতে মর্যাদাবান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত।

অতপর মহাগ্রন্থ কুরআন ৩০ নং সূরায় বলছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরা রূম ঃ আয়াত-২২)

মহিমান্বিত কুরআন বলছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও বিভিন্ন রং সৃষ্টি করেছেন। কালো, সাদা, বাদামী, হলুদ–বিভিন্ন বর্ণের মানুষ– সবই তাঁর নিদর্শন। ভাষা ও বর্ণের এই যে বৈচিত্র্য–তা তাদের পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টির জন্য নয়। কেননা পৃথিবীতে আপনি যত ভাষা দেখছেন সবই সুন্দরতম ভাষা। যদি তা আপনার কাছে নতুন হয়, বা সেই ভাষা আপনি পূর্বে কখনো না শুনে থাকেন, তবে তা অদ্ভুত ও কৌতুককর শোনাবে। কিন্তু যে সব লোক এ ভাষায় কথা বলছে তার কাছে তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষা। সে জন্য আল্লাহ বলেন, 'তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা একে অপরকে বুঝে ও চিনে নিতে পারো।

আল কুরআন ১৭নং সূরা বলছে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ ـ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০)

আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তিনি কেবল আরব বা আমেরিকান কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা গোষ্ঠীকে সম্মানিত করেছেন; বরং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আদমের সকল সন্তানকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গাত্রবর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে

www.pathagar.org

সম্মানিত করেছেন। আর আরও অনেক বিশ্বাস আছে, ধর্ম আছে যারা বিশ্বাস করে যে, মানবকুল একটি একক জোড়া থেকে উৎসারিত– তা হল আদম ও ইভ (হাওয়া)- তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু এমন আরও বিশ্বাস আছে যারা বলে যে, এটা (মানব সৃষ্টি) একজন নারী–ইভ (তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন) এর পাপের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ মানবকুলের জন্ম হয়েছে পাপের মধ্যে এবং তারা এই অপবাদ ও দোষ কেবল নারী তথা ইভের উপর আরোপ করে যে, তার কারণেই মানুষ এই ধরাধামে পতিত হয়েছে। বস্তুত: মহিমান্বিত কুরআন আদম ও ইভের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বিবৃত করেছেন। কিন্তু সকল স্থানে এই বিষয়ের দোষ আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উভয়ের উপর সমানভাবে বর্তানো হয়েছে।

আর আপনি যদি সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-১৯-২৭ অধ্যয়ন করেন সেখানে বলা হয়েছে, 'আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক), তাদেরকে অসংখ্য বার এভাবে ডাকা হয়েছে,' আর কুরআন বলছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করেছে... 'আল্লাহ পরাক্রমশালী– তারা উভয়ে অনুতপ্ত এবং তাদের উভয়কেই ক্ষমা করা হয়েছে।'

তারা উভয়ে একত্রে ভুলের জন্য অভিযুক্ত। মহিমান্বিত কুরআনে এমন একটি একক আয়াতও নেই যেখানে কেবল এককভাবে এ জন্য ইভকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) দোষারোপ করা হয়েছে। বরং পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ অর্থাৎ, 'আদম (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করলো।' (২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২১)

কিন্তু আপনি যদি কুরআন পড়েন, পাবেন যে, তাদের উভয়কেই আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে, তারা উভয়েই অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাদের উভয়কেই ক্ষমা করা হয়েছে।

আর কিছু লোকের বিশ্বাস এমন যে, তারা বলেন, 'যেহেতু ইভ আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করেছে, সেহেতু তিনিই মানব জাতির পাপের জন্য দায়ী।' – ইসলাম এ বিশ্বাসের সাথে একমত নয়। তারা এও বলে যে, 'আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, নারীর এ জন্য গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা ভোগ করবে।' –অর্থাৎ কিছু লোকের ধারণা মতে গর্ভধারণ হল এক জাতীয় অভিশাপ-এ কথার সাথে ইসলাম মোটেও একমত পোষণ করে না।

www.pathagar.org

আর ক্বারী পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَائَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী কর এবং ভয় কর গর্ভের বিষয়াদি তথা আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে।' (৪-সূর নিসা ঃ আয়াত-১)

ইসলামে 'গর্ভাবস্থা' নারীর মর্যাদাহানীর কারণ নয় বরং এটি নারীর মর্যাদাবে উচ্চকীত করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ

অর্থাৎ 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দে দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দু ছাড়ানো দুই বছরে হয়।' (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا অর্থাৎ আর আমি 'মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে'। (৪৬-সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫)

গর্ভধারণ নারীকে মর্যাদাবান করেছে, এটি তার মর্যাদাহানি করেনি। আর ইসলাে পুরুষ ও নারী সমান।

পবিত্র হাদীসের ভাষ্য মতে, যা সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত হয়েছে, খণ্ড-৮ কিতাবুল 'আদাব', পরিচ্ছেদ-২, হাদীস-২,

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞে করলেন যে, এই পৃথিবীতে কে আমার কাছে সর্বাধিক ভালোবাসা ও সাহচর্য/স পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার প্রশ্ন করলে 'তারপর কে'? নবী (সা) বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞে করলেন, 'এরপর কে?' নবী (সা) তৃতীয়বারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তোম মা'। লোকটি এরপর জানতে চাইলো, 'তারপর কে?' তখন নবী (সা) বললে 'তোমার পিতা'।

www.pathagar.org

পিতার চাইতে মাতা তিন গুন বেশী ভালবাসা ও সাহচর্য পাবে

সংক্ষেপে বলা যায়, সন্তানের ভালোবাসা ও সাহচর্যের ৭৫% বা চার ভাগের তিন ভাগ তার মার জন্য, বাকী ২৫% বা চার ভাগের এক ভাগ ভালোবাসা ও সঙ্গ যাবে পিতার জন্য। সংক্ষেপে, মা পাচ্ছে স্বর্ণ পদক, রৌপ্য পদক ও ব্রোঞ্জ পদক তিনটি। আর পিতাকে কেবল সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়েই তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু সমতা মানে সর্বোতভাবে একরূপ নয়

ইসলামে পুরুষ ও নারীর মর্যাদা সমান কিন্তু 'সমতা' (equality) অর্থ হুবহু অনুরূপ (identicality) নয়। এ বিষয়ে বহু ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশেষত: যখন ইসলামে নারীর বিষয়ে আলোচনা হয়। বহু মুসলিম ও অমুসলিমের এ বিষয়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যা নির্ভরযোগ্য উৎস অনুধাবন তথা কুরআন ও সহীহ হাদীস সঠিকভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে দূর করা যাবে।

পূর্বে আমি যা উল্লেখ করেছি, পুরুষ ও নারী সামগ্রিকভাবে সমান। কিন্তু সমতা (equality) অর্থ হুবহু অনুরূপ (identicality) নয়। আমি একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। ধরুন, একটি শ্রেণীতে দু'জন ছাত্র ক ও খ। তারা দু'জনই প্রথম হয়েছে। দু'জনই পরীক্ষায় ১০০ তে ৮০ নম্বর পেয়েছে। যদি আপনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, দেখা যাবে তাতে মোট ১০টি প্রশ্ন রয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০। ১নং প্রশ্নের উত্তরে ক পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৯, অন্যদিকে খ পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৭। সুতরাং ১নং প্রশ্নের উত্তরে খ এর তুলনায় ক কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। আবার ২নং প্রশ্নের উত্তরে খ ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে, আর ক পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৭। সুতরাং ২নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে– ক এর চেয়ে খ কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। বাকী ৮টি প্রশ্নের উত্তরে ক ও খ উভয়ে প্রতিটি প্রশ্নে ১০ এর মধ্যে ৮ করে পেয়েছে। সুতরাং উভয় ছাত্রের সকল প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ১০০ তে ৮০। সুতরাং সার্বিক মূল্যায়নে ক ও খ উভয় ছাত্রই সমান। কিন্তু কিছু বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে খ এর তুলনায় ক কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। আবার কিছু প্রশ্নের উত্তরে ক এর চেয়ে খ কিছু মাত্রায় এগিয়ে। কিন্তু সর্বোপরি উভয়ে সমান।

অনুরূপভাবে, ইসলামে পুরুষ ও নারী সমান। ইসলামে 'ভ্রাতৃত্ব' বলতে এটি বোঝানো হয় না যে, কেবল (নারী ও পুরুষ) উভয় লিঙ্গই সমান। বরং ইসলামে

www.pathagar.org

'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বলতে বুঝায় যে, বর্ণ, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় গোত্রের পাশাপাশি লিঙ্গের ভিত্তিতেও সবাই সমান। নারী ও পুরুষ ইসলামে সমান। কিন্তু কিছু বিষয়ে পুরুষ কিছু মাত্রায় সুবিধাভোগী, অন্যদিকে কিছু বিষয়ে নারীরা কিছু মাত্রায় সুবিধাভোগী, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে উভয়ে সমান। যেমন, যদি আমার ঘরে একজন ডাকাত প্রবেশ করে, তখন আমি বলবো না যে, 'আমি নারী অধিকারে বিশ্বাস করি'... 'আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, ...সুতরাং আমার বোন, আমার স্ত্রী, আমার মার উচিত এগিয়ে গিয়ে ডাকাতের মুকাবিলা করা।' কেননা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ 'আল্লাহ পুরুষদেরকে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি শক্তি দান করেছেন' (৪-সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

অর্থাৎ নারীর তুলনায় শারীরিক শক্তি পুরুষের বেশি। সুতরাং শারীরিক শক্তি সামর্থ্য যেখানে বিবেচ্য, পুরুষ সেখানে কিছুটা সুবিধাভোগী। তাই যেহেতু তাদেরকে অধিক শক্তি দেয়া হয়েছে সেহেতু নারীদেরকে রক্ষার দায়িত্ব পুরুষেরই। এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সুবিধা দেয়া হয়েছে।

আবার স্নেহ, মমতা ও সাহচর্য যখন বিবেচ্য, যখন সন্তান পিতা-মাতাকে তা প্রদান করে তখন নারীদেরকে কিছু মাত্রায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মাতা-পিতার তুলনায় তিন গুন শ্রদ্ধা ও সাহচর্য পাওয়ার যোগ্য। এখানে নারীকে কিছুটা অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান। আরও সবিস্তারে জানার জন্য আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন, যেখানে "ইসলামে নারী অধিকার আধুনিক বা হালনাগাদ" বিষয়ে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছি। ১নং পর্বে রয়েছে বক্তৃতা ও বিবরণ, আর ২নং পর্বে রয়েছে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সেখানে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে এবং মানুষের মনে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের যত ভুল ধারণা রয়েছে তাও দূরীভূত হয়েছে এবং এই আলোচনায় আমি "ইসলামে নারীর অধিকার" বিষয়টিকে ৬টি বৃহৎ শিরোনামে বিভক্ত করেছি– যথা (ক) ঐশ্বরিক অধিকার, (খ) অর্থনৈতিক অধিকার, (গ) সামাজিক অধিকার, (ঘ) আইনী অধিকার, (ঙ) শিক্ষার অধিকার ও (চ) রাজনৈতিক অধিকার এবং আমি সেখানে বর্ণনা করেছি যে, সর্বোতভাবে নারী ও পুরুষ সমান।

ইসলামে 'সর্বশক্তিমান প্রভু' 'পরমেশ্বর' 'আল্লাহ' (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রত্যয়টি এমন নয় যে, সর্বশক্তিমান প্রভু, ...আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)

www.pathagar.org

কেবল কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেবতা। বরং কুরআনে বলা হয়েছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - 'সমস্ত প্রশংসা সারাবিশ্বের প্রভুর জন্য।' (১-সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত-২) প্রশংসা সারাবিশ্বের প্রভুর জন্য।' পরাশক্তিমান প্রভুকে ডাকা হয় "রাব্বিল আলামীন", সারা বিশ্বের প্রভু। আর মহিমান্বিত কুরআনের শেষ সূরায় বলা হয়েছে- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ "বল, আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর।' (সূরা নাস ঃ আয়াত-১) মহাপরাক্রমশালী প্রভু... আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হলেন পুরো মানবজাতির প্রভু, কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কিংবা কোন নির্দিষ্ট গোত্রের প্রভু নয়। আর মহিমান্বিত কুরআনে বহু আয়াত শুরু হয়েছে يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ "হে মানব জাতি, يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ -হে মানবকুল, বলে। এমনকি যে দুটি আয়াত উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শুরু করি- সেগুলোও আরম্ভ হয় يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ "হে মানবকুল!" দিয়ে।

আর মহিমান্বিত কুরআন ২নং সূরায় আরও বলছে-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

'হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)

বিশ্বে 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলামের রয়েছে নৈতিক নীতিমালা, নৈতিক আইন যা সারা বিশ্বে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ৫ নং সূরায় বলছে-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -

'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কেউ কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে, সব মানবকুলের জীবন।" (সূরা মায়িদা : আয়াত-৩২)

পবিত্র কুরআন বলছে যে কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষকে হত্যা করে- হোক সে

www.pathagar.org

মুসলিম বা অমুসলিম, এটি কোন গোত্র, বর্ণ, রং বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে না, –যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করে, যদি না এটি কোন হত্যার বিনিময় হয়, অথবা পৃথিবীতে কোন ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট সৃষ্টির আশংকা না থাকে, তবে সে যেন পুরো মানবতাকে হত্যা করলো। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষকে রক্ষা করে, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, যে কোন গোত্র, বর্ণ বা গোষ্ঠীর হোক, সে যেন পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করলো।

বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ যাকাত প্রদান করলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে

কুরআনের বিভিন্ন ধরনের নৈতিক আচরণের নীতিমালা রয়েছে যাতে করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিশ্বব্যাপী বিরাজিত থাকে। পবিত্র কুরআন বলছে যে, 'কেউই কখনও অন্যের সম্পদ হরণকারী হবে না– এটা অপরাধ; এটি পাপ।' ইসলামে রয়েছে 'যাকাত' ব্যবস্থা। অর্থাৎ, যে কোন ধনী ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ (৮৫ গ্রাম সোনা) এর চেয়ে বেশি সঞ্চয় রয়েছে, তাকে (পুরুষ বা স্ত্রী) প্রতি চান্দ্র বছরে পরার্থে উক্ত সঞ্চয়ের ২.৫ শতাংশ দান করতে হবে। যদি বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাকাত দেয়, তবে এই বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। একজন মানুষও থাকবে না যে ক্ষুধায় মারা যাবে।

কুরআন প্রতিবেশীকে ভালোবাসার ও সাহায্য করার উপদেশ দেয়

মহিমান্বিত কুরআন বলছে–

'তোমার উচিত তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ও সাহায্য করা'। আল-কুরআন ১০৭ নং সূরায় বলছে–

اَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ـ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

'তুমি কি দেখেছো তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি যে এতিম ব্যক্তিকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীন-অসহায়কে অন্ন দানে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর যারা তাদের নামায সম্পর্কে বেখবর, যারা তা করে লোক দেখানোর জন্য এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।' (সূরা মাউন : আয়াত-১-৭)

www.pathagar.org

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন যে,
'সে মুসলিম নয় যে ভরা পেটে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভরা পেটে ঘুমায় অর্থাৎ, উন্নতমানের খাবার খেয়ে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত, সে মূলত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মান্য করেনি।

পবিত্র কুরআন বলছে যে, 'অপচয়কারী হয়ো না' আল-কুরআনে ১৭নং সূরায় বলা হয়েছে যে, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ـ 'কিছুতেই তোমাদের সম্পদের অপব্যয় করো না অপচয়কারীর ন্যায়। আর নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৬-২৭) যদি আপনি অপব্যয়কারী হোন, আপনি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করতে বাধ্য হবেন। কারণ এটি স্বাভাবিক যদি কেউ খরচে বে-হিসাবী হয় তবে তা ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করবে।

কুরআন সকল মন্দ কাজের মূলোৎপাটনের গুরুত্ব দেয়

একজন ব্যক্তির উচিত নয় অন্যের সম্পদ হরণকারী ডাকাত হওয়া, বরং একজন ব্যক্তির হওয়া উচিত দানশীল, বদান্য। তাঁর উচিত অন্যকে নিত্য ব্যবহার্য বিষয়াদি প্রদান করা। এসবই হল নৈতিক গুণাবলী, উন্নত আচরণ– যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে 'তুমি ঘুষ নিও না'। কুরআনে ২নং সূরায় বলা হয়েছে,

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অসৎ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।' (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৮)

অর্থাৎ, 'অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে অন্যকে ঘুষ দেওয়ার জন্য তোমার সম্পদ ব্যবহার করো না।' ইসলাম কখনো অন্য ভাইয়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের অনুমতি দেয় না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ৫নং সূরায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

www.pathagar.org

'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো– যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।' (সূরা মায়িদা : আয়াত-৯০)

মহিমান্বিত কুরআন বলছে যে, নেশা করা, মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা বা ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে। কেননা এ সবই হল শয়তানের কাজ।'

ইসলাম সমাজের বিভিন্ন মন্দ কাজের মূল নেশাকে নিষিদ্ধ করেছে

আমরা জানি যে নেশা হল সমাজের বিভিন্ন অপকর্মের একটি মূখ্য কারণ। এটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় বাধা। পরিসংখ্যান মতে, আমরা জানতে পারি যে, 'আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, আর অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে হয় ধর্ষিতা নয় ধর্ষক থাকে মাতাল।' আমেরিকার পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমেরিকাতে ৮ শতাংশ অত্যাচার-অনাচার বিদ্যমান। আমেরিকাতে আপনার দেখা প্রতি ১২তম বা ১৩তম ব্যক্তি অনাচারে লিপ্ত। নিকটাত্মীয় যেমন– পিতা-মেয়ে, মাতা-ছেলে, ভাই-বোন এর মধ্যে যৌন সম্পর্ক বিদ্যমান এবং অধিকাংশ... প্রায় সবক্ষেত্রে এটি ঘটছে মদ্যপ অবস্থায়।

AIDS (এইড্স) বিশ্বব্যাপী ছড়াচ্ছে। তার অন্যতম কারণ নেশা ও মদ। সেজন্য কুরআন বলছে, 'মদ ও জুয়া– এটা হল শয়তানের কর্ম। এসব কর্ম থেকে বিরত থাকো তবে তুমি সফল হবে।' যদি আপনি এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকেন, তাহলে বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করতে তা সহায়ক হবে।

কুরআন পরচর্চাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার শামিল মনে করে

মহিমান্বিত আল-কুরআন ১৭নং সূরায় বলছে–

لاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً ـ

'আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না'। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। এটি আরও মন্দ কাজের পথ তৈরী করে।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২) ইসলাম ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ৪৯ নং সূরায় বলছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ـ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

www.pathagar.org

اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে; কেননা (তুমি হয়তো জানো না) সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা (তুমি হয়তো জানো না), সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে শ্লেষপূর্ণ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। ...তোমরা অধিক পরিমাণে সন্দেহপূর্ণ ধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহ-ধারণা পাপ। কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। কেউ যেন অপরের পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?' (সূরা হুজরাত : আয়াত-১১-১২)

কুরআন বলছে, 'যদি তুমি পরনিন্দা করো, যদি তুমি কারো অবর্তমানে তার বদনাম করো এটা যেন এমন যে তুমি তোমার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছো।' আর তোমার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা মূলত: দু'টি পাপের সমান। মৃত গোশত খাওয়া নিজেই নিষিদ্ধ। আবার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া–দ্বৈত পাপ। এমনকি নরখাদক, রাক্ষস যারা মানুষের গোশত খায়, তারাও তার আপন ভাইয়ের গোশত খায় না। সুতরাং আপনি যদি পরচর্চা করেন, যদি অন্য কারো পশ্চাতে, অজ্ঞাতে তার নিন্দা করেন, তবে এটি হবে দ্বিগুণ অপরাধ। এটা হবে আপনার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের শামিল।

সালাত স্বয়ং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক

কুরআন আমাদের উত্তর দিচ্ছে– আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, 'না, অধিকন্তু আপনি এটি ঘৃণা করবেন ...কেউই তা পছন্দ করবে না।' কুরআনে বলা হয়েছে– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ 'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ ও দুঃখ।' (১০৪-সূরা হুমাযাহ : আয়াত-১) মহিমান্বিত কুরআন ও সহীহ হাদীসে নৈতিক আচরণের সকল নীতিমালা বিধৃত আছে– যেগুলো 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে সংবর্ধিত করেছে। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-এর আলোচনা ছাড়াও ইসলামের আরেকটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হল, ইসলাম বাস্তবিক অর্থেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে প্রতিপাদন করেছে। মুসলিমদেরকে প্রত্যহ তাদের

www.pathagar.org

সালাতের মাধ্যমে পাঁচবার 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে প্রতিপাদন করতে হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন বাস্তবিকভাবে বলতে গেলে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কেই প্রতিপাদন করি। সহীহ বুখারীতে এটি উল্লেখিত হয়েছে।

'হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন আমরা সালাতের জন্য দাঁড়াই, একজনের কাঁধ তার পার্শ্বের জনের কাঁধে মিলিত হয়, আমাদের পা দু'টো পার্শ্বের জনের পায়ের সাথে একত্রিত হয়।' অধ্যায়-১, পর্ব-আযান, পরিচ্ছেদ-৭৫, হাদীস নং-৬৯২।

প্রিয় নবী (সা) বলেন, 'সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে তোমাদের সারিগুলো সোজা করবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং (দু'য়ের মাঝে) কোন ফাঁক বা স্থান খালি রাখবে না, যাতে শয়তান স্থান করে নিতে না পারে।' (সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়-১, পর্ব-সালাত, পরিচ্ছেদ-২৪৫, হাদীস নং-৬৬৬)

নবী (সা) বলেন, 'সালাতের সময় একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন খোলা জায়গা রেখো না।' নবী শয়তান (devil) বলতে Onida TV-তে আপনারা বিজ্ঞাপনে যা দেখতে পান তা বুঝাননি। আপনারা Onida TV বিজ্ঞাপনে দেখেন, ...শয়তানের দুটো শিং ও একটি লেজ রয়েছে। নবী (সা) শয়তান বলতে তা বুঝাননি। বরং তিনি (নবী সা)-এর দ্বারা বর্ণবাদ, জাত-পাত, কিংবা সম্পত্তির অহমিকার শয়তানকে বুঝিয়েছেন। ধনী-গরীব, রাজা-নিঃস্ব, নির্বিশেষে আপনি যখন প্রার্থনায় দাঁড়াবেন। আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান– যাতে করে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ণবৈষম্য, জাতপাত, রং-বর্ণ, ধর্ম-সম্পদ কোন বিষয়েই শয়তান (অহমিকা) যেন আপনাদের মাঝে আসতে না পারে।

হজ্জ হল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

আর "আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব" এর সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হল ইসলামের তীর্থযাত্রা– তথা হজ্জ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় আসে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত; যেমন– আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া– বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা আসে এবং লোকেরা দু' টুকরো সাদা সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে। আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না যে আপনার পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকটি রাজা নাকি নিঃস্ব হতদরিদ্র। এটিই হল, 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব' এর বড় দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.org

এটা হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাৎসরিক সম্মেলন। ২৫ লক্ষ লোক প্রতি বছর একত্রিত হয় এবং আপনার পার্শ্বে দাঁড়ানো লোকটি রাজা-না ফকির আপনি বুঝতে পারবেন না। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো কিংবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে আপনি আসুন না কেন, আপনি একই আদলের জামা পরিধান করছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন– "স্রষ্টা কেবল একজনই। কোন আরব কোন অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোন অনারব কোন আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। একজন শ্বেতকায় যেমন কৃষ্ণকায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, তেমনি একজন কৃষ্ণকায়ও একজন শ্বেতকায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি 'তাকওয়া'–" এটি হল ধর্মনিষ্ঠা, ধার্মিকতা, স্রষ্টাভীরুতা। আপনি কোন্ জাত-পাতের কিংবা কোন্ গাত্রবর্ণের– তা আপনাকে শ্রেষ্ঠ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকলে সমান। কেবল যদি আপনি অধিক ধার্মিক, অধিক ধর্মনিষ্ঠ এবং অধিক খোদাভীরু হতে পারেন, তবেই কেবল আপনি অন্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেন।

যখন হজ্জ পালিত হয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি, হাজী আবৃত্তি করতে থাকে, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ তারা এটি পুনরাবৃত্তি করতেই থাকে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ এমনকি যখন সে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তখনও তার মনে এটি অব্যাহত থাকে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ-এর অর্থ হল "এখানে আমি উপস্থিত– হে আমার প্রভু! এখানে আমি উপস্থিত।" لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ "এখানে আমি উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই, এখানে আমি উপস্থিত।' اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ 'বিশ্বের সকল ক্ষমতা, মালিকানা তোমারই অধীন। তোমার কোন অংশীদার নেই।" এটি তার মনে প্রোথিত থাকে যে, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ 'এখানে আমি উপস্থিত হে আমার প্রভু! এখানে আমি উপস্থিত।'

আর ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে, এই সমগ্র পৃথিবীর এক ও একক স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা কেবল একজন। কেবল তিনিই উপাসনার দাবীদার। আর এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসের কারণেই এখানে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র বিষয়টি সম্ভব। অর্থাৎ একই স্রষ্টা সকল মানব সত্তা সৃষ্টি করেছেন। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, কিংবা গোত্র, বর্ণ, ধর্ম– যেখানেই আপনার অবস্থান হোক না কেন– সব নির্বিশেষে সকলে সমান। কারণ, সকলে এক এবং কেবল একক স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি। আপনি যদি কেবল এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসী

www.pathagar.org

হন তবেই কেবল আপনি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' চর্চা করতে পারবেন। অর্থাৎ, ইহা এ কারণে যে, সকল বড় ধর্ম যেগুলো সৃষ্টাতে বিশ্বাস করে– তারা উচ্চ মার্গীয় স্তরে কেবল একক পরম শক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

সাধারণ মিলের বিষয়ে ঐকমত্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করে

অক্সফোর্ড অভিধান মতে, ধর্ম অর্থ 'অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি– এক বা একাধিক স্রষ্টাতে বিশ্বাস– যা উপাসনা ও আনুগত্যের দাবী রাখে।' সুতরাং সংক্ষেপে আপনি যদি কোন ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে চান, তবে আপনাকে সে ধর্মের স্রষ্টার ধারণাকে বুঝতে হবে। আর কোন ধর্মের স্রষ্টার ধারণা অনুধাবনের সঠিক পন্থা এই নয় যে, ঐ ধর্মের অনুসারীরা কি করছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা। কারণ, অধিকাংশ অনুসারী নিজেরাই জানে না তাদের ধর্মগ্রন্থ তাদের পরম শক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলছে। বরং সঠিক পন্থা হল সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধর্ম যা বলছে তা পর্যালোচনা করা। পবিত্র কুরআনে ৩নং সূরায় বলা হয়েছে–

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার সাধারণ (মিল) বিষয়গুলোর দিকে আস। (প্রথম সাধারণ বিষয়গুলো কি?) তা হলো যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবো না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রভু ও পালনকর্তা বানাবো না। তারপর যদি তারা তা অস্বীকার করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম– আমাদের ইচ্ছা আল্লাহর প্রতি অনুগত।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৪)

আল্লাহ আপনাকে বিভিন্ন লোকদের সাথে কথা বলার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। আল্লাহ বলেন– تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'আস সে বিষয়গুলোর প্রতি যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাধারণ।' কোনটি প্রথম সাধারণ বিষয়? اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ 'আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবো না।' وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا 'তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবো না। সুতরাং

www.pathagar.org

কোন ধর্মের স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে বুঝতে হলে স্রষ্টা সম্পর্কে ঐ ধর্মগ্রন্থে কি বলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। আর আপনি যদি স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে অবহিত হোন তবে আপনি ধর্মের ধারণাও অনুধাবন করতে পারেন।

হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

চলুন, শুরুতেই হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণাটি পর্যালোচনা করা যাক। আপনি যদি একজন সাধারণ হিন্দু, যিনি ধর্মের ব্যাপারে অপেশাদার, ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'তাদের কতজন স্রষ্টা?' কেউ হয়তো বলবেন, 'তিন', কেউ হয়তো বলবে, 'একশ', কেউ হয়তো বলবে 'সহস্র', আবার কেউ কেউ বলবে 'তেত্রিশ কোটি'– তিনশত ত্রিশ মিলিয়ন। কিন্তু আপনি যদি একজন শিক্ষিত লোকের কাছে জানতে চান– যে তার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভাল ওয়াকিফহাল, সে বলবে যে, 'হিন্দুদের উচিত মূলত: কেবল এক স্রষ্টার উপাসনা করা এবং তাদের উচিত এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস করা।' কিন্তু সাধারণ হিন্দু, সে 'সর্বেশ্বরবাদী' দর্শনে বিশ্বাস করে। একজন সাধারণ হিন্দু বলে, 'সর্বকিছুই স্রষ্টা' –গাছ স্রষ্টা, সূর্য স্রষ্টা, চন্দ্র স্রষ্টা, বানর স্রষ্টা, মানুষ স্রষ্টা, সাপ স্রষ্টা।' আর মুসলিমরা বলছে যে, সবকিছুই স্রষ্টার। –GOD এর সাথে একটি ঊর্ধ্বকমাসহ S আছে। GOD's সবকিছুই স্রষ্টার। –গাছের সত্তাধিকারী স্রষ্টা, বানরের সত্তাধিকারী স্রষ্টা, মানুষের সত্তাধিকারী স্রষ্টা, সাপের সত্তাধিকারী স্রষ্টা।

সুতরাং হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ হিন্দু বলছে 'সবকিছুই স্রষ্টা', আর আমরা মুসলিমরা বলছি, 'সবকিছুই স্রষ্টার'। ঊর্ধ্বকমা 'S'সহ GOD। সুতরাং একমাত্র পার্থক্য হলো ঊর্ধ্বকমাসহ 'S'। যদি এই ঊর্ধ্বকমাসহ S এর সমস্যা দূর করা যায় তবে আমরা মুসলিম ও হিন্দু এক হতে পারি। কিভাবে এটি আমরা করতে পারি? কুরআন বলছে– تَعَالَوْ الى كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'আস সে বিষয়গুলোর প্রতি যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাধারণ ও কমন।' আর কোনটি প্রথম সাধারণ বিষয়? 'اَلاَّ تَعْبُدَ الاَّ اللّٰهَ' 'তা হল আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবো না।'

হিন্দু ধর্মগ্রন্থও স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ দেয়

সবচেয়ে সাধারণ ধর্মগ্রন্থ যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সর্বাধিক পাঠ করে থাকেন তা হলো 'ভগবত গীতা '। যদি আপনি 'ভগবত গীতা' পাঠ করেন, অধ্যায় নং-৭, পংক্তি নং-২০, তাতে বলা আছে যে, 'কেবল তারাই নরদেবতা বা উপদেবতার উপাসনা করে যাদের বিবেক, বুদ্ধি জাগতিক ইচ্ছা কামনা কর্তৃক চুরি হয়ে গিয়েছে।'

www.pathagar.org

অর্থাৎ, যাদের বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা জাগতিক চাহিদা কর্তৃক চুরি হয়ে গিয়েছে কেবল তারাই একজন সত্য প্রভুর পাশাপাশি আরও বহু প্রভুর উপাসনা করে। আপনি যদি হিন্দু ধর্মের আরেকটি– পবিত্র গ্রন্থ 'উপনিষদ' অধ্যয়ন করেন, এটি উল্লেখ আছে *chandogya* উপনিষদে, অধ্যায় নং-৬, পরিচ্ছেদ নং-২, পংক্তি নং-১, 'কেবল একটি মাত্র স্রষ্টা আছে, দ্বিতীয়টি নয়।' আরও উল্লেখ আছে *Svetasvatara* উপনিষদে, অধ্যায় নং-৬, পংক্তি নং-৯ তার অর্থ "তাঁর ... পরমেশ্বর স্রষ্টার কোন প্রভু নেই, তাঁর নেই কোন অংশীদার।" আরও উল্লেখ আছে, *Svetasvatara* উপনিষদে অধ্যায় নং-৪, পংক্তি নং-১৯ 'তার কোন সমরূপতা নেই।' আরো উল্লেখ আছে *Svetasvatara* উপনিষদে, অধ্যায় নং-৪ পংক্তি নং-২০, 'তাঁর কোন আকার নেই, কেউ তাঁকে তার চোখে দেখতে পায় না।'

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল 'বেদ'।

মূলত: চার ধরনের বেদ রয়েছে– *Regveda, Yajurveda, Samved* এবং *Atharvaveda*। আপনি যদি Yajurveda পড়েন, সেখানে উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-৩২, পংক্তি-৩ 'তাঁর কোন আকার নেই'। পরমেশ্বর স্রষ্টা আকারবিহীন। আবার, *Yajurveda* তে রয়েছে, অধ্যায় ৪০, পংক্তি নং-৮ যে, 'মহাশক্তিমান স্রষ্টা অশরীরী এবং প্রকৃত।' আর *Yajurveda* এর পরবর্তী পংক্তি হল, অধ্যায় নং-৪০, পংক্তি নং-৯ 'তারা অন্ধকারে ডুবে আছে, যারা *Asambhooti* এর উপাসনা করে।' *Asambhooti* অর্থ হল, প্রাকৃতিক বস্তু যেমন– বাতাস, পানি, অগ্নি এবং এ উক্তিতে আরও বলা হয়েছে ... "তারা আরও অধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা– '*Sambhoot*' এর উপাসনা করে।" আর *Sambhoot* হল চেয়ার, টেবিল, খেলনা পুতুল ইত্যাদির ন্যায় সৃষ্ট বস্তু। এটা কে বলেছে? ... *Yajurveda* অধ্যায় নং-৪০, পংক্তি নং-৯। আপনি যদি আরও পড়তে চান–এটি *Atharvaved* ও উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-২০, হিম (Hymn) নং-৫৮ পংক্তি নং-৩ ...'সর্বশ্রেষ্ঠ মহান, পরমেশ্বর প্রভু'।

বেদ গ্রন্থের মধ্যে 'ঋগবেদ' হল সর্বপবিত্র। ঋগবেদে উল্লেখ আছে, ...পুস্তক নং-১, Hymn নং- ১৬৪, পংক্তি নং-৪৬, যে, 'জ্ঞানী-গুণী ও সাধু পুরুষেরা-পরমেশ্বর প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে'। আর আপনি যদি ঋগবেদ পড়েন, Book নং-২, Hymn নং-১, পরমেশ্বর প্রভুর বহু গুণ-ধর্ম থাকে–ঋগবেদে উল্লেখ রয়েছে। Book নং- ২, Hymn নং-১, পংক্তি নং-৩ যে, তাদের অন্যতম একটি হল 'ব্রহ্ম'। আপনি যদি 'ব্রহ্ম' কে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তবে এর একটি অর্থ

www.pathagar.org

দাঁড়ায় 'স্রষ্টা'। যদি এর আরবি তরজমা করেন তবে অর্থ হল 'খালিক'। যদি কেউ পরমেশ্বর প্রভুকে 'খালিক' বা 'স্রষ্টা' বা 'ব্রহ্ম' বলে ডাকে তবে আমরা মুসলিমদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে 'ব্রহ্ম' হল পরমেশ্বর প্রভু –যার চারটি মাথা আছে এবং প্রত্যেক মাথায় আছে একটি মুকুট, তাতে আমরা মুসলিমগণের 'ঘোর আপত্তি আছে। অধিকন্তু, এতে করে আপনি *Svetasvatara* উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, যেখানে বলা হচ্ছে, অধ্যায় নং-৬, পংক্তি নং-৯ 'তিনি, যার কোন সমরূপন্তা নেই।' অথচ, আপনি পরমেশ্বর স্রষ্টার একটি প্রতিকৃতি দিচ্ছেন।

ঋগবেদে পরমেশ্বরের আরেকটি গুণধর্ম বর্ণিত আছে 'বিষ্ণু' (*Vishnu*) Book নং-২, Hymn নং-১, পংক্তি নং-৩। যদি আপনি 'বিষ্ণু' এর ইংরেজি অনুবাদ করেন তবে এর অর্থ হয় 'প্রতিপালক' বা 'রক্ষাকারী'। যদি আপনি '*Vishnu*' এর আরবি অনুবাদ করেন, তবে তার অর্থ হয় 'রব' বা লালন-পালনকারী। যদি কেউ পরমেশ্বর প্রভুকে 'রব' বা প্রতিপালক বা লালন-পালনকারী বা বিষ্ণু বলে তবে আমরা মুসলিমদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে 'বিষ্ণু' হল পরমেশ্বর প্রভু– যার চারটি বাহু আছে এবং তার একটি হাতে হল (*Chakra*) ভাগ্য খেলার চাকতি, আর অন্য হাতে হল 'জল পদ্ম'। তখন আমরা মুসলিমরা তাতে জোরালো আপত্তি জানাই। অধিকন্তু, আপনি পরমেশ্বর স্রষ্টাকে একটি প্রতিকৃতি দিচ্ছেন। আপনি *Yajurveda* এর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। অধ্যায়-৩২, পংক্তি-৩ যাতে বলা আছে– 'তার কোন প্রতিকৃতি নেই।' ঋগবেদে উল্লেখ আছে, ভলিউম-৮, অধ্যায়-১, পংক্তি-১ 'সকল প্রশংসা এককভাবে তাঁর, এককভাবে তার উপাসনা কর"। ঋগবেদে এও উল্লেখ আছে, ভলিউম-৬, Hymn-৪৫, পংক্তি-১৬, "স্রষ্টা কেবল একজনই। কেবল তারই উপাসনা কর।' আর হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিধান ব্রহ্ম সূত্র হল '*ভগবান এক হি হাই; দুসরা নাহি হাই, নাহি হাই, নাহি হাই, যারা ভি নাহি হাই*' –'স্রষ্টা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই, কেহই না, মোটেও না, এক বিন্দুও না।' সুতরাং, আপনি যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তবে আপনাকে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে বুঝতে হবে।

ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

এবার ইহূদীবাদে স্রষ্টার ধারণা ব্যাখ্যা করা যাক। Old Testament-এর Book of Deuteronomy-তে উল্লেখ আছে, অধ্যায়-৬, পংক্তি-৪, মূসা (আ) বলছেন যে, 'শোন হে ইসরাঈলবাসী! আমাদের স্রষ্টা– প্রভু। তিনি একজনই।' Book of Isaiah-তে উল্লেখ আছে, অধ্যায়-৪৩, পংক্তি নং-১১,

www.pathagar.org

..."আমি, শুধু আমিই হচ্ছি প্রভু, আমার পার্শ্বে আর কোন ত্রাণকর্তা নেই।' Book of Isaiah-তে উল্লেখ আছে। অধ্যায় নং-৪৫, পংক্তি নং-৫ 'আমিই প্রভু, আমার মত কেউ নেই। আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।' Book of Isaiah-তে বলা হয়েছে, অধ্যায় নং-৪৬, পংক্তি নং-৯ 'আমিই প্রভু, আর কেউ নেই। আমি প্রভু এবং আমার মত কেউ নেই।' ইহা উল্লেখ রয়েছে– Book of Exodus-এ 'অধ্যায় নং ২০, পংক্তি নং-৩ ও ৫, একইভাবে রয়েছে Book of Deuteronomy-তে, অধ্যায়-৫, পংক্তি নং-৭-৯ বলা হয়েছে, "তুমি আমার পার্শ্বে আর কোন স্রষ্টা পাবে না।' পরমেশ্বর প্রভু এখানে বলছেন যে, ..."তুমি আমার পার্শ্বে কোন স্রষ্টা পাবে না। তুমি এর কোন খোদাইকৃত মূর্তি বা সমরূপতা তৈরী করতে পারবে না উপরের স্বর্গে, নিচের ভূবনে এবং মাটির নিচের জলরাশিতে। সুতরাং তুমি তাদের সেবাও করবে না, তাদের কাছে বিনতও হবে না। কারণ আমিই স্রষ্টা এবং সর্বাত্মক উপাসনা অভিলাসী স্রষ্টা।' সুতরাং আপনি যদি Old Testament-অধ্যয়ন করেন, আপনি ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা অবহিত হতে পারবেন।

খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা আলোচনার পূর্বে আমি কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই যে, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র অখৃষ্টীয় বিশ্বাস যেখানে যীশু বা ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস করাটাকে তার নির্দিষ্ট বিশ্বাস ধর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে। কোন মুসলিমই মুসলিম নয় যদি না সে যীশু ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস না রাখে। আমরা (মুসলিমরা) বিশ্বাস করি যে, তিনি (ঈসা) ছিলেন সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর শক্তিমান বার্তাবাহক নবী। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি ছিলেন 'মাসীহ' ...অনুবাদিত হয়ে হয়েছে 'খৃষ্ট'। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কোন পুরুষ ব্যক্তির মধ্যাবর্তন ব্যতিরেকেই অলৌকিকভাবে জন্মলাভ করেছেন– যা আজকের অনেক আধুনিক খৃষ্টান ব্যক্তি বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি স্রষ্টার অনুমতিক্রমে অনেক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, স্রষ্টার অনুমতিতে তিনি অনেক মৃত ব্যক্তির জীবন দান করেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট কখনো দেবত্ব দাবী করেননি

মুসলিম ও খৃষ্টান আমরা একত্রে চলছি। কিন্তু কতক খৃষ্টান বলেন যে, 'যীশু খৃষ্ট (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)– 'দেবত্ব' (divinity) দাবী করেছেন।' বস্তুত:

www.pathagar.org

আপনি যদি বাইবেল পড়েন, সেখানে পুরো বাইবেলে এমন কোন একটি দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট উক্তি নেই যাতে যীশু স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি স্রষ্টা/দেবতা অথবা তিনি কোথাও বলেছেন, 'আমার উপাসনা কর।' বস্তুত: যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন তবে দেখবেন, যীশু স্বয়ং বলেছেন– ইহা Gospel of John এ উল্লেখিত আছে। অধ্যায় নং-১৪, পক্তি নং-২৮ যে, 'আমার পিতা আমার চেয়ে বড়', Gospel of John অধ্যায় নং-৯, পংক্তি নং ২৯, 'আমার পিতা সবার চেয়ে বড়', Gospel of Matthew, অধ্যায় নং-১২০, পংক্তি নং-২৮ 'আমি স্রষ্টার আত্মার দ্বারা শয়তানকে পরিত্যাগ করেছি।' Gospel of Luke, অধ্যায়-১১, পংক্তি-২০, 'আমি স্রষ্টার হাত দ্বারা শয়তানকে পরিত্যাগ করেছি।' Gospel of John অধ্যায়-৫, পংক্তি-৩০, 'আমি যা শুনি, যা বিচার করি, তার কোনটিই আমি নিজে এককভাবে করতে পারি না। আর আমার বিচার সঠিক হয় কেননা আমি আমার নিজের ইচ্ছার অনুসন্ধান করি না বরং আমি আমার পিতার ইচ্ছার অনুসন্ধান ও কামনা করি।' কোন ব্যক্তি যে বলে, 'আমি নিজের ইচ্ছা অনুসন্ধান করি না, করি আমার পিতার ইচ্ছার অনুসন্ধান'-এর অর্থ 'তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি অনুগত করা।' আর আপনি যদি এ বক্তব্যটিকে আরবীতে ভাষান্তর করেন তবে প্রত্যয়টি হবে "ইসলাম" (الاسلام)। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পরমেশ্বর স্রষ্টার প্রতি অবনত, অনুগত করে তাকে বলে (مسلم) মুসলিম।

যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)– তিনি কখনোই নবীদেরকে অস্বীকার বা নীতিমালা ভঙ্গ করেননি। মূলত: তিনি এসেছেন তাদেরকে সুনিশ্চিত করতে। আর যীশু (শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন, Gospel of Matthew তে বর্ণিত আছে, অধ্যায় নং-৫, পংক্তি নং-১৯-২০। তিনি বলেন, 'ভেবো না যে আমি এসেছি আইন বা নবীদেরকে ধ্বংস করতে।' উক্ত সব উক্তিই Bible এর King James ভার্সন থেকে নেয়া। যীশু বলেন, ..."ভেবো না যে আমি এসেছি আইন ও নবীদের ধ্বংস করতে। আমি ধ্বংস করতে আসিনি। পরিপূর্ণ করতে এসেছি। কারণ সবকিছু পরিপূর্ণতা না পাওয়া অবধি মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত আইনের কণামাত্রও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। আর যে প্রত্যাদেশের ন্যূনতম আদেশও অমান্য বা ভঙ্গ করে আর মানুষকেও তা ভঙ্গ করতে শেখায়, সে স্বর্গের নিকৃষ্টতম বলে বিবেচিত হবে। আর যে ঐ প্রত্যাদেশনামা মান্য করবে এবং মানুষকে তা মান্য

www.pathagar.org

করা শেখাবে, সে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। যদি না আপনার ধার্মিকতা ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের (ইহূদী ধর্ম মতের) ধার্মিকতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, কোন উপায়েই আপনি স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।"

যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন যে, আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে আপনাকে Old Testament এর প্রতিটি আইনকেই মান্য করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে... 'স্রষ্টা এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তুমি স্রষ্টার কোন প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারবে না।' আর যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি কখনোই দাবী করেননি যে, তিনি হলেন পরমেশ্বর স্রষ্টা। বস্তুত: তিনি বলেছেন, তিনি স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত। Gospel of John-এ উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-১৪, পংক্তি নং-২৪ যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন, ...যে বাণীগুলো আপনারা শুনছেন, এসব আমার বাণী নয়, বরং আমার পিতার বাণী, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।' Gospel of John-এ উল্লেখ আছে যে, 'অধ্যায় নং-১৭, পংক্তি নং-৩ এটি চূড়ান্ত জীবন, সুতরাং তুমি জানবে যে স্রষ্টা একজনই। আর তিনি যীশু খৃষ্টকে পাঠিয়েছেন।' Book of Acts-এ এটি উল্লেখ আছে– অধ্যায়-২, পংক্তি-২২ যে, 'শোন হে ইসরাঈলবাসী, বাণীগুলো শোন, নাযারাত যীশু– যাকে স্রষ্টা তোমাদের মাঝে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, অলৌকিক ও অভাবনীয় উপায়ে –যা স্রষ্টা নিজেই করেছেন এবং তোমরাই তার স্বয়ং সাক্ষ্য।' এতে আরো বলা আছে, ...'নাযারাত যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হলেন একজন মানুষ যিনি স্রষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত এবং এক অলৌকিক ও অভিনব উপায়ে তিনি নিজেই তা করেছেন আর তোমরা এ ঘটনার সাক্ষী।' আর যখন যীশু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'কোনটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রথম আদেশ?'– তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, যা পূর্বে মূসা (আ) বলেছিলেন। Gospel of Mark-এ উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-১২, পংক্তি নং-২৯, 'শোন হে ইসরাঈলবাসী, আমাদের প্রভু স্রষ্টা হলেন একজনই।'

সুতরাং আপনি যদি বাইবেল অধ্যয়ন করেন, আপনি খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

www.pathagar.org

ইসলামে স্রষ্টার ধারণা

এবার দেখা যাক, ইসলামে স্রষ্টার ধারণা কিরূপ। ইসলামে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে কেউ আপনাকে সর্বোত্তম উত্তর দিতে হলে আল-কুরআনের ১১২নং সূরা ইখলাসকে উদ্ধৃত করতে হবে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" (১১২-সূরা ইখলাস : আয়াত-১-৪)

এটি হচ্ছে পরমেশ্বর স্রষ্টা– আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর চার পংক্তির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা। যদি কেউ চার পংক্তির এই সংজ্ঞার সাথে সাযুজ্য পায় তবে সে বলতে পারে যে, সে পরমেশ্বর প্রভু। সেক্ষেত্রে আমরা মুসলিমরা তাকে পরমেশ্বর প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি করবো না। প্রথমত قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।' দ্বিতীয়ত– اَللّٰهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী।' তৃতীয়ত– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।' চতুর্থত– وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'এবং তার সমকক্ষ, সমতুল্য কেউ নেই।' এই সূরা ইখলাস হল Theology (ধর্মতত্ত্ব) এর কষ্টিপাথর। 'Theo' অর্থ 'God' স্রষ্টা, 'logy' অর্থ 'study'-অধ্যয়ন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ১১২নং সূরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

কোন ব্যক্তি যদি পরমেশ্বর প্রভু হওয়ার দাবী করে, সেই প্রার্থী বা দাবীদার যদি চার পংক্তির এই সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সেই দাবীকারকে 'পরমেশ্বর প্রভু' হিসেবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই। আর 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বজায় থাকার জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে আপনি এক পরমেশ্বর স্রষ্টাতে বিশ্বাস ও উপাসনা করবেন। সুতরাং পরমেশ্বর স্রষ্টার দাবীদার কোন ব্যক্তি যদি তার এই চার শর্তের সংজ্ঞায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাকে পরমেশ্বর হিসেবে মানতে আমাদের আপত্তি নেই।

আপনারা জানেন অনেক ভ্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন যারা পরমেশ্বর হওয়ার দাবী করেন। চলুন দেখা যাক তারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাকি অনুত্তীর্ণ হন। আর এরকম একজন ব্যক্তি হলেন ভগবান রাজনিশ (Bhagwan Rajnish)। আপনারা

www.pathagar.org

জানেন যে কতিপয় লোক আছেন যারা পরমেশ্বর দাবী করেন। আমার একটি আলোচনায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে, আমাদের এক হিন্দু বন্ধু বলেছিলেন, 'হিন্দুগণ ভগবান রাজনিশকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে না।' 'আমি একমত পোষণ করি এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়েছি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে কোথাও বলা হয়নি যে, ভগবান রাজনিশ হলেন স্রষ্টা। আমি যা বলেছিলাম, 'কিছু লোক বলে যে, ভগবান রাজনিশ স্রষ্টা,' আমি ভালো করে জানি যে, হিন্দুবাদ ভগবান রাজনিশকে পরমেশ্বর স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করে না।

চলুন বিশ্লেষণ করা যাক ঐসব লোকের দাবী যারা ভগবান রাজনিশকে পরমেশ্বর স্রষ্টা জ্ঞান করে। প্রথম পরীক্ষা হল : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।' ভগবান রাজনিশ কি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা জানি বিশেষতঃ এই দেশে বহু লোক পরমেশ্বর স্রষ্টা হওয়ার দাবী করেছে। যেসব লোক এই পরমেশ্বরতার দাবী করছে তারা কি এক ও অদ্বিতীয়? কিন্তু তার অনুসারীরা বলছে... 'না, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।'

এবার দ্বিতীয় পরীক্ষা করা যাক– اَللّٰهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী।' ভগবান রাজনিশ কি নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী ছিলেন? তার জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি এজমা, কঠিন পৃষ্ঠশূল, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে ভুগেছেন। তবে তিনি বলছেন যে, 'আমেরিকা সরকার যখন তাকে গ্রেফতার করেছিল তখন তাকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করেছিল।' ভেবে দেখুন, পরমেশ্বরকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করা যায়! তৃতীয় পরীক্ষা হল لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।' আমরা রাজনিশের জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি যে, তিনি মধ্য প্রদেশে জন্মেছেন, তার পিতা-মাতা আছেন– যারা পরবর্তীতে তার অনুসারী হয়েছেন।

১৯৮১ সালে রাজনিশ আমেরিকা যান এবং বহু আমেরিকানকে প্রতারণা ও অপমান করেন। তিনি সেখানে 'রাজনিশ পুরান' নামে একটি নিজস্ব গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মার্কিন সরকার তাকে গ্রেফতার করে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আটকে রাখে এবং ১৯৮৫ সালে তাকে নির্বাসিত করা হয় এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ১৯৮৫ সালে তিনি ভারতের পুনা শহরে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর কেন্দ্র 'অশো কমিউন' (Osho Commune) আরম্ভ করেন। কিন্তু আপনি যদি সেখানে যান, দেখবেন সেখানে পাথরে উল্লেখ আছে যে, ...'ভগবান রাজনিশ,

www.pathagar.org

অশো রাজনিশ কখনো জন্মাননি, কখনো মারাও যাননি। তবে, এই বিশ্বলোক ভ্রমণ করেছিলেন ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত।' তারা এটি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই বিশ্বের ২১টি দেশের ভিসা তিনি পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, পরমেশ্বর... তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং এর জন্য তার ভিসা প্রয়োজন হয় এবং সর্বশেষে, (চতুর্থত), وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ 'কেউ তার সমকক্ষ নয়'। এটা অবশ্য পালনীয় যে পরমেশ্বর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর সমতাবর্তী কেউ নয়। যখনই এই বিশ্বের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে পরমেশ্বরকে তুলনা করছেন, তখন সে স্রষ্টা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে যে, 'আর্নল্ড সোয়াজনেগারের চেয়ে পরমেশ্বর এক হাজার গুন শক্তিশালী।' আপনি জানেন আর্নল্ড সোয়াজনেগার– যাকে 'মিস্টার ইউনিভার্স' উপাধিতে ভূষিত করা হয়– বলা হয় তিনি হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। যদি কেউ বলে যে, 'আর্নল্ড সোয়াজনেগারের চেয়ে পরমেশ্বর সহস্র গুন শক্তিশালী'– যখনই আপনি পরমেশ্বরকে পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে তুলনা করলেন– হোক তা আর্নল্ড সোয়াজনেগার বা কিং কং বা দারা সিং– হোক তা এক হাজার গুন বা দশ লক্ষ গুন বেশি শক্তিশালী– যখনই আপনি পরমেশ্বরকে পৃথিবীর কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করলেন, তখনই তিনি আর পরমেশ্বর নন। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।' এটিই হল মহিমান্বিত কুরআন বর্ণিত 'পরমেশ্বর' এর চারটি গুণ সম্বলিত সংজ্ঞা– যা মূলত: ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

অন্যত্র মহিমান্বিত কুরআন ১৭নং সূরায় বলছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

'বলুন, তাঁকে 'আল্লাহ' ডাক বা 'রহমান' ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামাবলী।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১১০)

আপনি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কে যে কোন নামেই ডাকতে পারেন, তবে তা হতে হবে সুন্দর নাম। তা যেন মানসপটে কোন ভেল্কিবাজির মত না হয়। আর মহিমান্বিত কুরআনে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর ৯৯টি সুন্দর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অর্থপূর্ণ নামের সমাহার রয়েছে– اَلرَّحْمٰنُ, اَلرَّحِيْمُ 'অতি দয়াবান, অতি দয়ালু।' কমপক্ষে ৯৯টি সুন্দর নাম।

www.pathagar.org

আমরা মুসলিম বা পরমেশ্বরকে আরবী নাম اَللّٰهُ 'আল্লাহ' ডাকি। কারণ আমরা পরমেশ্বরকে ইংরেজি God শব্দের পরিবর্তে আরবি নামে اَللّٰهُ ডাকি। কারণ ইংরেজি শব্দ 'God' - দ্বারা আপনি অনিষ্ট ও মর্যাদাহানিও করতে পারেন। যেমন– যদি আপনি God এর সাথে 'S' যুক্ত করেন, তবে হবে Gods যা God এর বহুবচন। কিন্তু আল্লাহর কোন বহুবচন নেই। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, তিনি আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়।' যদি আপনি God এর সাথে 'dess' যুক্ত করেন– তবে হয় 'Goddess' অর্থাৎ স্ত্রী God। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর কোন লিঙ্গভেদ (Gender) নেই। তিনি পুরুষও না, মহিলাও না। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কোন লিঙ্গ প্রভেদ রাখেন না। আল্লাহ একটি স্বতন্ত্র শব্দ। আপনি যদি God এর সাথে 'Father' শব্দ যুক্ত করেন, তবে হয় 'God Father'। যেমন– সে আমার God Father, অর্থাৎ সে আমার ধর্মপিতা, কিন্তু ইসলামে এরূপ 'আল্লাহ-পিতা বা 'আল্লাহ-আব্বা নেই। যদি আপনি God এর সাথে 'Mother' যুক্ত করেন, তাহলে হয় God Mother বা ধর্মমাতা। কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ-মাতা' বা 'আল্লাহ-আম্মা' এর মত কিছুর অস্তিত্ব নেই। 'আল্লাহ' হল স্বতন্ত্র একটি শব্দ। আপনি যদি God এর পূর্বে Tin সংযোগ করেন, তবে 'Tin God' এর অর্থ দাঁড়ায় 'মেকি দেবতা' (Fake God)। ইসলামে এরূপ Tin Allah বা মেকি প্রবঞ্চক আল্লাহ এর কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ এর কারণ হল আমরা মুসলিমরা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কে ইংরেজি শব্দ God এর পরিবর্তে আরবি শব্দ اَللّٰهُ তে ডাকছি। কিন্তু কিছু মানুষ, কিছু মুসলিম যদি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কে 'God' বলে ব্যবহার করে মূলত: তারা (اَللّٰهُ) 'আল্লাহ' প্রত্যয়ের মর্মার্থ জানে না। তারা যদি তা অনুধাবন করে, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উপযুক্ত হল اَللّٰهُ, ইংরেজি প্রতিশব্দ God এর চেয়ে এই শব্দটি অধিক অগ্রগণ্য।

রক্ত সম্পর্কের চেয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অনেক ঊর্ধ্বে

ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' কেবল সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হয়নি। অর্থাৎ, এটি কেবল সমগ্র বিশ্বের এবং সকল অঞ্চলের সকল লোককে অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং এটি উলম্বিকভাবেও বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' তথা 'বিশ্বাসের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' পূর্বাপর সকল প্রজন্মের সকলকে উলম্বিকভাবে

www.pathagar.org

অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বর্তমানের, অতীতের সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে– সবাই মিলে এক বংশ, একক মানবগোষ্ঠী। এই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হল বিশ্বাসের 'ভ্রাতৃত্ব'। এটি সমান্তরাল ও উলম্বিকভাবে বিস্তৃত হয় এবং সকল ধর্মেই এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল, আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস, এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। এটা কেবল এজন্য যে, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' তথা বিশ্বাসের 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিশ্বব্যাপী বিরাজিত। আর বিশ্বাসের এই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে ঢের শ্রেয়।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, কুরআন বলছে, 'তুমি তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর'। কুরআনে ১৭নং সূরায় বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا –

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ঘৃণাসূচক 'উফ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে বিনম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল হে প্রভু! তাদের উভয়ের প্রতি করুণা কর, যেরূপ তারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করেছেন।' (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩-২৪)

অর্থাৎ আপনি আপনার পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসা উচিত। তাদেরকে সব সম্মান ও মর্যাদা দেয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে মহিমান্বিত কুরআন ৩১নং সূরায় বলছে-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ... وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

"আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। ...তবে পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন বিষয়কে অংশীদার করতে

www.pathagar.org

পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, (অর্থাৎ যদি তোমার পিতা-মাতা আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার করতে তোমাকে বাধ্য করে), তবে তুমি তা মান্য করবে না এবং পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-১৪-১৫)

অর্থাৎ যতক্ষণ আপনার পিতা-মাতা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যাবে না, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর নির্দেশের বিপরীতে যাবে না, ততক্ষণ তাদেরকে আপনার মান্য করতে হবে। যদি তারা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর নির্দেশের বিপরীতে যায়, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ অগ্রগণ্য। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন'। এটি রক্তের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে ঢের শ্রেয়।

আর কুরআন ৯নং সূরায় বলছে–

قُلْ اِنْ كَانَ أٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ -

'বল তোমাদের নিকট তোমার পিতা, না তোমাদের সন্তান, না তোমাদের ভাই, না তোমাদের সঙ্গী-স্বামী বা স্ত্রী, না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন।' (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-২৪)

আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, 'অগ্রাধিকার প্রদানে তোমাদের বিবেচনা কি?' সেটা কী তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের সঙ্গী– স্বামী বা স্ত্রী বা তোমাদের আত্মীয়-স্বজন? আল্লাহ আরও বলছেন,

وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا –

'তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যার ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা ভালোবাস।'

আল্লাহ বলছেন, 'অগ্রাধিকার প্রদানে তোমাদের বিবেচনা কি?' আল্লাহ বলছেন,

أَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ -

'তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং জিহাদ করার (আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা) চেয়ে উক্ত আটটি বিষয়কে বেশি ভালোবাস।'

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, যদি তোমার পিতা তোমাকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর বিরুদ্ধে যেতে বলে, যেমন– তারা ডাকাতি করতে বলতে পারে, প্রতারণা করতে বলতে পারে, ঘুষ খেতে বলতে পারে, অন্যকে বিনা দোষে, বিনা কারণে হত্যা করতে বলতে পারে, –যদি আপনার পিতা আল্লাহর

www.pathagar.org

আদেশের বিরুদ্ধে আপনাকে পরিচালিত করে কিংবা তা আপনার সন্তান, আপনার ভাই, স্বামী-স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজন অথবা আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছেন আপনার অর্জিত সম্পত্তি কিংবা আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য হারাবার আশংকা কিংবা যে নিবাসটি আপনি ভালোবাসেন তার স্বার্থে,... আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার চেয়ে উক্ত আটটি (পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, স্বামী বা স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাসস্থান) বিষয়কে আপনি বেশি ভালোবাসেন।' আল্লাহ বলেন, فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ 'অপেক্ষা কর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান (ধ্বংসের সিদ্ধান্ত) না আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ বলেন, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ. 'আল্লাহ নীতিভ্রষ্ট জাতিকে পথ নির্দেশনা দেন না।' অর্থাৎ উল্লেখিত আটটি বিষয়ের চেয়ে আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা অগ্রগণ্য।

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের বিষয় আসে, তা রক্তের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি বড়।

মহিমান্বিত কুরআন ৪নং সূরায় বলছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۚ

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের যদি ক্ষতি হয়, তবুও। কেউ যদি ধনী বা দরিদ্র হয় তাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ।' (৪-সূরা নিসা : আয়াত-১৩৫)

অর্থাৎ যদি আপনি 'শাহাদাত' স্বরূপ, আল্লাহকে সাক্ষী মেনে ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে দৃঢ় থাকেন, এতে যদি আপনার নিজের, পিতা-মাতার বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও অবস্থান চলে যায়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আপনাকে ও সবাইকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ যখন ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আসে, যখন সত্যের প্রশ্ন আসে, সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচার রক্তের সম্পর্কের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পায়। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব অন্যান্য সকল ভ্রাতৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর বিশ্বাসের

www.pathagar.org

ভ্রাতৃত্বে– তথা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর ভিত্তিমূল হল এক স্রষ্টা, এক পরমেশ্বর, এক আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর ওপর বিশ্বাস-এটিই সকল ধর্মের প্রচারের বিষয়বস্তু।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আর কুরআন ৩নং সূরায় বলছে,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

'আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার সাধারণ বিষয়ের প্রতি আস।' (৩-সূরা ইমরান : আয়াত-৬৪) এ ক্ষেত্রে প্রথম সাধারণ বিষয় হল যে, اَلاَّ تَعْبُدَ الاَّ اللّٰهَ 'এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো উপাসনা না করা।' কেবল এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, বরং আপনাকে একমাত্র এক পরমেশ্বরের উপাসনা করতে হবে। আর যদি আপনি পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও উপাসনা করেন যিনি এক ও অদ্বিতীয় তবেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে। এক পরমেশ্বরের প্রত্যয় ছাড়া– 'ভ্রাতৃত্ব' ও 'মানবতা' সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করবে না। মহিমান্বিত কুরআন ৬নং সূরায় বলছে যে,

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

'তোমরা তাদেরকে গালিগালাজ করো না, কটুকটাক্ষ করো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে, পাছে তারা ধৃষ্টতা করে তাদের অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকেই (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মন্দ বলবে।' (৬-সূরা আনআম : আয়াত-১০৮)

আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই মহিমান্বিত কুরআনের ৪নং সূরার একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً -

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' (৪-সূরা নিসা : আয়াত-১)

www.pathagar.org

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব

ডা. মুহাম্মদ প্রশ্ন ও উত্তর পর্বের জন্য ঘোষণা দিলে শ্রোতামণ্ডলী আলোচিত বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেন এবং ডা. জাকির নায়েক ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দেন বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের উদ্ধৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, প্রায়োগিক যুক্তি এবং সন্দেহ স্বীকার ও দূরীকরণের সর্বোত্তম পন্থা প্রয়োগ করে যা তার কাছে রয়েছে।

প্রশ্ন : ধন্যবাদ, ডা. নায়েক, ইসলামে 'স্রষ্টা' প্রত্যয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য। আপনি বংশীয় ভ্রাতৃত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক ভ্রাতৃত্ব, রক্তের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, এসব প্রত্যয় 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'কে ব্যাহত করছে। কিন্তু আপনি 'কাফির' প্রত্যয় সম্পর্কে কিছুই আলোকপাত করেননি, যা আমি মনে করি বিশ্বের মাটিতে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিরাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক বিপত্তি।

ডা. জাকির নায়েক : আমি কি ভাইয়ের নামটি জানতে পারি যাতে উত্তমভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ঠিক আছে, তিনি হলেন ভিওয়ান্দি কলেজের অধ্যাপক নিগাদ।

অধ্যাপক সাহেব একটি প্রশ্ন করেন যে, আমি বিভিন্ন প্রত্যয় নিয়ে কথা বলেছি, যেমন আমি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করেছি এবং আমি রক্তীয় সম্পর্ক, বংশীয় বা গোত্রীয় ভ্রাতৃত্ব বা জাত-পাতের ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু আমি 'কাফির' প্রত্যয় নিয়ে কোন আলোকপাত করিনি যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর পথে প্রধান বাধা।

'কাফির' শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণা

ভাই, 'কাফির' এটি আরবী শব্দ যার উৎপত্তি 'কুফর' শব্দ থেকে। এর অর্থ লুকিয়ে রাখা বা গোপন করা। এর অন্য অর্থ হল, 'ঐ ব্যক্তি যে ইসলামের সত্যকে গোপন বা প্রত্যাখ্যান করে।' আর যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে লুকায় তাকে বলে 'কাফির।' আর ইসলামের সত্যকে গোপন করা অর্থ হল, এক স্রষ্টা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)কে অস্বীকার করা। যে তা করে তাকে 'কাফির' বলা হয়।

ভ্রাতৃত্বের শতরূপ থাকতে পারে। যেমন– নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব; যেমন হতে পারে তা ভারত, পাকিস্তান বা আমেরিকা– এসব ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব নয়, তথা একেশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া ভ্রাতৃত্ব নয়। আর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের সাথে অন্য যে কোন একটি বিষয়ের

www.pathagar.org

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব বিশ্বনজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। যদি আপনি বলেন, 'কাফিরদের ভ্রাতৃত্ব'ও কি ব্যাহত করে? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই কাফিরদের ভ্রাতৃত্বও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। 'কাফির' শব্দের শাব্দিক অর্থ কি? অর্থ হল– যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে পরিত্যাগ বা অস্বীকার করে।

আমাকে কিছু অমুসলিম ভাই প্রশ্ন করে এবং একটি ক্যাসেটে প্রশ্নোত্তর পর্বে সে বলেছে যে, 'মুসলিমরা আমাদেরকে 'কাফির' বলে গালি দেয়? এবং মানুষ বলে এতে তাদের ব্যক্তিত্ব আহত হয়।' আমি বলি... 'দেখুন, 'কাফির' একটি আরবি শব্দ– যার অর্থ হল 'ঐ ব্যক্তি যে ইসলামের সত্যকে গোপন করছে।' এটি একটি আরবি শব্দ। আমি যদি ঐ 'কাফির' প্রত্যয়টির (যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে গোপন করে) ইংরেজি অনুবাদ করি তবে তা হয় 'Non Muslim'। সুতরাং তাকে 'Kafir'ও বলা হয়। এটি (কাফির) কেবল ইংরেজি শব্দ 'Non Muslim'-এর অনুবাদ। তাই, যদি আপনি বলেন যে, একজন 'Non Muslim'কে 'Kafir' বলবেন না, তবে তা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং, কেউ যদি বলে, 'কেন আমাকে 'কাফির' বলছো? আমাকে 'কাফির' বলবে না'– আমি বলতে পারি : ...'আপনি ইসলামকে গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে 'কাফির' বলা বন্ধ করবো।' এটি কেবল ইংরেজি 'Non Muslim' এর আরবি প্রতিশব্দ। "আশা করি প্রশ্নের উত্তর যথার্থ হয়েছে।"

প্রশ্ন : আমি এডভোকেট মাধব ফোদকে। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে, স্রষ্টা জীবন্ত, আকৃতি বিহীন ও নিরাকার। যেরূপ হিন্দু ধর্মেও বলা আছে। তাহলে, মুসলিমরা কেন হজ্জব্রত পালন করে? তারা সেখানে 'পবিত্র মাজার' এবং উপাসনা করে যেরূপ করে হিন্দুরা তাদের পূজা উপাসনা।

ডা. জাকির : ভাই একটি খুবই ভাল প্রশ্ন উপস্থাপন করছেন যে, যদি ইসলামে পরমেশ্বরের কোন আকৃতি না থাকে, আল্লাহ (সুহবানাহু ওয়া তা'আলা) এর কোন রূপাকৃতি যদি না থাকে, তাহলে হজ্জকালে মুসলিমরা কেন 'পবিত্র মাজার', 'কাবা' এর উপাসনা করে?

মুসলিমরা 'কাবা'র পূজা করে না; এটি কেবল কিবলা (প্রার্থনার দিক নির্দেশক)

ভাই, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কোন মুসলিমই 'কাবা'-কে উপাসনা করে না। অমুসলিমদের মাঝে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যে, আমরা মুসলিমরা 'কাবা' এর উপাসনা করি। কোন মুসলিমই কাবা-এর উপাসনা করে না। আমরা কেবল

www.pathagar.org

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর উপাসনা করি। আর আল্লাহকে আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই না। আমরা কেবল 'কাবা'কে 'কিবলা' নির্ধারণ করি। 'কিবলা' আরবি শব্দ অর্থ– 'দিক'। 'কাবা' হল 'কিবলা'। কারণ আমরা মুসলিমরা সর্বদা একতায় বিশ্বাস করি। যেমন : উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন আমরা পরমেশ্বর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর কাছে প্রার্থনা করি, যখন 'সালাত' আদায় করি, কেউ হয়তো বলে, 'চলো উত্তরমুখী হই, কেউ হয়তো বলে, 'চলো দক্ষিণে মুখ করি', কেউ বলে 'পূর্ব', কেউ বলে 'পশ্চিম'। আমরা কিসের অভিমুখী হই? আমরা 'একতা'-তে বিশ্বাস করি। সুতরাং একতার জন্য সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে বলা হয় 'কিবলা' এর অভিমুখী হতে। অর্থাৎ 'কাবা' অভিমুখী হতে বলা হয়। এটি আমাদের 'দিক'। আমরা এর উপাসনা করি না।

বিশ্বের মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেছেন মুসলিমগণ। আর যখন মুসলিমগণ বিশ্বের মানচিত্র এঁকেছেন, তখন তারা দক্ষিণ প্রান্তকে এঁকেছেন উপরে, উত্তর প্রান্তকে এঁকেছেন নিচে। আর 'কাবা' ছিল মধ্যস্থানে। পশ্চিমাগণ আসলেন এবং মানচিত্রকে ঠিক উল্টে দিলেন, 'উত্তর প্রান্ত' কে দিলেন উপরে, 'দক্ষিণ প্রান্ত' নিচে। আলহামদুলিল্লাহ! এখনও 'কাবা মধ্যবর্তী স্থানে। 'মক্কা' মধ্যবর্তী স্থানে। আর যেহেতু 'মক্কা'র স্থান মধ্যবর্তী স্থানে, বিশ্বের যে কোন স্থানের কোন মুসলিম যদি সে 'কাবা' এর উত্তরে অবস্থান করে সে দক্ষিণমুখী হয়; যদি সে 'কাবা' এর দক্ষিণে অবস্থান করে, সে উত্তরমুখী হয়। সারা বিশ্বের সকল মুসলিম, সবাই একটি 'দিক' এর সম্মুখীন হয়। 'কাবা' হল 'কিবলা'... এটা হল 'লক্ষ্যপথ' বা 'দিক'। কোন মুসলিমই একে উপাসনা করে না।

আর যখন আমরা হজ্জব্রতে যাই, তীর্থযাত্রায় যাই, আমরা 'কাবা'র চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি। আমরা 'কাবা'র চারপাশে প্রদক্ষিণ করি, কারণ প্রত্যেকেই জানে যে, সকল বৃত্তেরই একটি মাত্র কেন্দ্র থাকে। তাই আমরা 'কাবা'র চারপাশ প্রদক্ষিণ করি এটি প্রমাণ করার জন্য বা সাক্ষ্য দানের জন্য যে, স্রষ্টা কেবল একজনই। 'কাবা'কে উপাসনা করার জন্য নয়। আর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) এর বক্তব্য (যা সহীহ মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়ের ২নং ভলিউম এ উদ্ধৃত) তিনি বলেন, 'আমি কৃষ্ণ পাথর চুম্বন করি– অর্থাৎ 'কাবা'তে "হাজরে আসওয়াদ" চুম্বন করি কেবল এজন্য যে, আমার নবী (সা) এটি চুম্বন করেছেন। তা না হলে, এই কৃষ্ণ পাথর না আমার কোন ক্ষতি করতে পারে, না আমার কোন কল্যাণ করতে পারে।' ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত উমর (রা) এটি চিরন্তন সত্য হিসেবে যথার্থ পরিষ্কার করেছেন যে, কোন মুসলিমই কৃষ্ণ পাথরকে

www.pathagar.org

উপাসনা করে না। এটি আমাদের না কোন উপকারে আসে, না কোন ক্ষতির কারণ।

আর এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলো নবী (সা) এর সময়কালে সাহাবাগণ, যারা নবীর (সা) সঙ্গীসহচর ছিলেন, কাবার উপরে দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছেন, নামাযের জন্য আহ্বান করেছিলেন। লোকেরা 'কাবা' এর উপরে দাঁড়িয়েছিল ও আযান দিয়েছিল। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'কোন মূর্তি পূজারী পূজার সময় মূর্তির উপরে দাঁড়াবে?' সুতরাং এগুলো যথেষ্ট প্রমাণ যে, কোন মুসলিমই 'কাবা' এর উপাসনা করে না, 'কাবা' হল 'কিবলা', আর আমরা কেবল আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর উপাসনা করি– যাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না।

প্রশ্ন : আমি ড. ভিয়াস, একজন চিকিৎসক। আমরা এখানে এসেছি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর জ্ঞান নিতে। এখানে ইসলামে দীক্ষা নিতে আসিনি। আমি অনুরোধ করছি এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে; তা হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। আমি জানতে চাই যে, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও কি আমাদের ভাই আছে বা থাকতে পারে? যেমন ভারতে আমাদের ভাই আছে। আর এতে ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠছে। আর কিভাবে এই দেশের ভ্রাতৃত্ব গত একশত বছরে আমাদের দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

ডা. নায়েক : ভাই একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন। একটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। তিনি বলেছেন, 'তিনি এখানে এসেছেন– 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে কিছু শুনতে। আর আমি যা বলেছি তা কেবল এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশেও তো আরও ভাই আছে। ভাই একজন ডাক্তার আলহামদুলিল্লাহ! যদি আপনি আমার আলোচনা শুনে থাকেন, যদি এতে আপনি মনোনিবেশ করেন, তবে দেখবেন আমি বলেছি, 'আমরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি– যিনি বিশ্বের মালিক। 'রাব্বুল আলামীন'– বিশ্বের প্রভু, অর্থাৎ, এই বিশ্বের পাশাপাশি তিনি পুরো ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রভু।'

"এরই মধ্যে তিনি বলেছেন, 'ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলুন। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বলতে কেবল এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না, বরং বিশ্বসমূহের তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রাতৃত্ব বুঝায়। মহিমান্বিত কুরআন ৪২নং সূরায় বলছেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ.

www.pathagar.org

অর্থ : 'তাঁর (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন।' (৪২-সূরা শূরা : আয়াত-২৯)

এর অর্থ হল– কুরআন বলছে... 'এই বিশ্ব ছাড়াও আরও অন্য স্থানে জীবন্ত প্রাণীকুল রয়েছে।' বিজ্ঞান এতটুকু পর্যন্ত তার জ্ঞান প্রসারিত করতে পারেনি যা দ্বারা প্রমাণ করবে যে, এই পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ ও প্রাণী আছে। আপনারা জানেন যে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানীরা মহাকাশে রকেট ও স্যাটেলাইট পাঠিয়েছেন। এটি এখনও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান নয়। তারা বলছেন,... 'খুব সম্ভব প্রাণ রয়েছে।' কিন্তু কুরআন বলছে, 'এই বিশ্বের বাইরেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে' এবং আমি এতে বিশ্বাস করি। সুতরাং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বলতে এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না, বরং আপনার কথাই যথার্থ যে, এটি এমন এক ভ্রাতৃত্ব যা অন্যান্য বিশ্বের ভ্রাতৃত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব ও সর্ববিশ্বব্যাপী।

আপনি যদি আমার আলোচনা শুনে থাকেন, আমি আবার আমার পুরো আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, এই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে হলে কিছু নৈতিক শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা : কোন মানুষই অন্য মানুষকে অনৈতিকভাবে হত্যা করবে না, সে ডাকাতি করবে না, সে দান করবে, সে তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে, সে পরচর্চা করবে না, যখন সে ভরা পেটে ঘুমাতে যায় তখন তার প্রতিবেশীর খোঁজও নিবে, যদি প্রতিবেশী ভালো খায়ও। সে মদ গ্রহণ করবে না, কারণ মদ এ বিশ্বে 'ভ্রাতৃত্ব' বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সে পরচর্চা করবে না। সে কাউকে গালমন্দ করবে না। এ সকল বিষয় যে, কেবল ভারতে বা কেবল এ বিশ্বে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সংবর্ধিত করছে তা নয় বরং পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সংবর্ধিত করছে। খুব সম্ভব আপনি আমার আলোচনার কিয়দাংশের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেননি।

আমার আলোচনা, আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়টির উপরই কেন্দ্রীভূত ছিল– আর তা ভারত, আমেরিকা, পুরো বিশ্ব এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এটি কেবল তখন সম্ভব হবে যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, সকল মানব সত্তার স্রষ্টা, সকল প্রাণীকুলের স্রষ্টা– হোক তা ভারতীয়, মার্কিনী কিংবা এ বিশ্বের বাইরের কোন প্রাণীর, একমাত্র এক পরমেশ্বর, যা সকল ধর্মেরই বিশ্বাস। আর সকল ধর্মই প্রধানত: এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসের বিষয়েই আলোচনা করে, যা আমার আলোচনায় বিস্তারিত এসেছে।

www.pathagar.org

'স্রষ্টার ধারণা' বিষয়ে আরও সবিস্তারে জানতে আমি অন্য একটি আলোচনা দিয়েছি 'বিভিন্ন ধর্মসমূহে স্রষ্টার ধারণা' নামক বক্তৃতায়। সেখানে অন্যান্য ধর্ম যেমন- 'শিখধর্ম', 'পারসিক ধর্ম' ইত্যাদি ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে। কিভাবে তা আছে, যদি কেউ এ বিষয়ে আরও জ্ঞানার্জন করতে চান, আপনি 'Concept of God in Major Religion' শিরোনামের ক্যাসেটটি নিতে পারেন যা এই ময়দানের বাইরে বিক্রির জন্য পাওয়াা যাচ্ছে।*

প্রশ্ন : আমি সাবকাতুল মালানি, উলহাস নগর থেকে। আমার মনে হয়, ডা. জাকির শব্দাবলী নিয়ে খেলছেন। এটি কেবল শব্দের ভোজবাজি বা কৌশল। ইসলাম পুরো বিশ্বের মানব গোষ্ঠীকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করেছে- এক হল 'মুমিন' অন্যটি হল 'কাফির'। নিঃসন্দেহে ইসলাম যা বলছে তার অনেক কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা নেই। সুতরাং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর ভ্রাতৃত্ব অসম্ভব বিষয়- যা ইসলাম আমাদের উপর নির্দেশনা হিসেবে চাপিয়ে দিচ্ছে। ইসলাম কেবল বিভক্তিজনিত শক্তি সৃষ্টি করেছে- যেমন শিয়া, সুন্নী এবং এভাবে আরও সত্তর ধরনের উপদল ইসলামের মধ্যেই রয়েছে।

ইসলাম 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' দিতে পারে না। এটি কেবল হিন্দু ধর্ম, যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' দিতে পারে- এই মাত্র আপনি যার উল্লেখ করেছেন। ইসলাম গো হত্যা, কাফির হত্যা (ইত্যাদির মন্দ দিক) স্বীকার করে না। কাফিরদের সম্পত্তি, লুটতরাজ, নারী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম কথা বলেছে। কিভাবে ভ্রাতৃত্ব আসবে? আর আপনি 'ভ্রাতৃত্ব' নিয়ে কথা বলছেন- এটি কেবল শব্দাবলী ব্যবহারের কূটকৌশল ও ভোজবাজি। মূলত: আপনি ইসলামের নামে 'হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কেই বলছেন।

ডা. জাকির : ভাই, অনেক মন্তব্য করেছেন। আর ইসলাম বলছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আমি যদি ধৈর্য না ধরি, তবে এক্ষেত্রে আমার ও আমার এই ভাইয়ের সাথে দ্বন্দ্ব হবে। ইসলাম কুরআনের ২নং সূরায় বলছে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' (২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৩) আর আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে এখানে শ্রদ্ধা জানাই। তার সম্ভবত: 'হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কে ভালো পড়া-শোনা থাকতে পারে। কিন্তু আমি দুঃখিত ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পড়া-শোনা অনেকটা দুর্বল- আমি বলবো।

---

* এ বিষয়ে 'Concept of God in Major Religion' বা 'বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা' গ্রন্থটিও পাঠক দেখতে পারেন। (অনুবাদক)

www.pathagar.org

আমি তার সাথে একমত যে, ইসলামের পরিভাষায় দু'ধরনের লোক রয়েছে। এক হল বিশ্বাসী– 'মুমিন', অন্যটি হল তিনি বলেছেন 'কাফির', তাঁর মতে। প্রতিটি ধর্মেই দু'ধরনের লোক রয়েছে। এমনকি হিন্দু ধর্মেও। একটি হল 'হিন্দু' অন্যটি 'অহিন্দু'। খ্রীষ্ট ধর্মে, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান। ইহূদী ধর্মে, একজন ইহূদী, অন্যজন অইহূদী। আর ইসলামে একজন মুসলিম, অন্যজন অমুসলিম। সুতরাং ইসলাম কোথায় ব্যতিক্রম?

আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছি না। আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি। যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত বক্তা, আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই– কারণ আমি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র। আমি 'বেদ' পড়েছি। আমি 'উপনিষদ' পড়েছি। 'বেদে'র বক্তব্যানুসারে, কেবল ছোট একটি মন্তব্য, এটা উদ্ধৃত আছে যে,... 'মানব জাতিকে পরমেশ্বরের চারটি অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে– মস্তক থেকে 'ব্রাহ্মণ', বক্ষদেশ থেকে 'ক্ষত্রিয়' উরু থেকে 'বৈশ্য'– এবং "পদযুগল" থেকে 'শূদ্র'– যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে বর্ণপ্রথা।

আমি এ বিষয়গুলো নিয়ে মন্তব্য করছি না, আমি আমার হিন্দু ভাইদের অনুভূতিতে আঘাত করতে চাই না। ইসলাম সেটা সমর্থনও করে না। আমি এ বিষয়গুলোতে মন্তব্য করিনি। আমি কোন ধর্মকে সমালোচনা করিনি। আমি বলিনি যে, এই ধর্ম সঠিক নয়। কিন্তু যদি আপনি 'বেদ' ভাল করে পড়ে থাকেন, আপনি দর্শকবৃন্দের কাছে তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়া উচিত। 'বেদ' কি বলেনি যে,... 'মস্তক থেকে আপনি ব্রাহ্মণ পেয়েছেন, বক্ষদেশ থেকে 'ক্ষত্রিয়', উরু থেকে পেয়েছেন 'বৈশ্য'– বণিক শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, 'শূদ্র'... শূদ্ররা নিপীড়িত বলেই বিবেচিত, কিছু বই আছে, লিখেছেন ড. আমবেদকার। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না, ভাই। 'হিন্দু ধর্ম'... আমি খুব ভালোভাবেই পড়েছি। হিন্দু ধর্মের অনেক বিষয় আমি শ্রদ্ধা করি। কিছু বিষয়ের সাথে আমি একমত নই। আমাকে এভাবে বলতে হবে। কেননা আপনি বলতে বাধ্য করেছেন।... আল কুরআন ৬নং সূরায় বলছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ-

'তোমরা তাদের গালিগালাজ করো না, কটূবাক্য করো না যাদের তারা আরাধনা করে, আল্লাহকে ছেড়ে। পাছে তারা ধৃষ্টতা করে তাদের অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকেই (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মন্দ বলবে।' (৬-সূরা আন'আম : আয়াত-১০৮)

www.pathagar.org

আমি যা বলছি, তা হল হিন্দু ধর্মের ভালো দিকগুলো, তা হল– তারা স্রষ্টার ধারণাতে বিশ্বাস করে।

আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে,... 'আপনার জানা মতে, মুসলিম... তারা মানুষ হত্যা করছে, গরু হত্যা করছে',... আপনি বলেছেন। ঠিক কী না? আপনি বলেছেন, দেখুন, প্রতিটি অভিযোগের একটি উত্তরের দাবি রাখে। সময় কম। আমি কেবল কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি। অন্য কেউ, আপনি সামনের কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি এখানে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করতে এসেছি। এখানেই আমার আনন্দ। কেবল আমি যদি ভুল ধারণাসমূহ পরিষ্কার করতে পারি, তবেই লোকেরা ইসলাম ভাল বুঝতে পারবে। এ কারণেই, আমাদের আয়োজনে, আমাদের একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আছে এবং আমরা স্বাগত জানাই এবং যে কেউ আমাদের সমালোচনা করতে পারে। আমি এটি পছন্দ করি। যত বেশি একজন ব্যক্তি সমালোচনা করবে তত তিনি যৌক্তিকভাবে তুষ্ট হবেন, ইসলামকে বেশি বুঝতে পারবেন। সে কারণে আমি তা করি। ইসলাম বলে, সত্যের বাণী হিকমতের সাথে (কৌশলে, যুক্তিপূর্ণভাবে) প্রচার কর। আল কুরআন ১৬নং সূরায় বলছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ.

অর্থ : 'আপনার পালনকর্তার প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম এবং পছন্দযুক্ত পন্থায়।' (১৬-সূরা নহল : আয়াত-১২৫)

'আমরা আমিষ খেতে পারি কী না'– এ বিষয়ে (আপনি) গো হত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলেছেন। আর অনেক অমুসলিম বলছে– 'আপনি জানেন, আপনারা মুসলিম, আপনারা সবাই পাষণ্ড মানুষ, আপনারা সবাই জীবহত্যা করেন।' কেবল আপনার অবগতির জন্য ভাই, একজন মুসলিম পুরোপুরি উদ্ভিদ ভোজী হয়েও ভাল মুসলিম হতে পারে। এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, তাকে আমিষ ভোজী হতে হবে খাঁটি মুসলিম হবার জন্য। কিন্তু যেহেতু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, 'তোমরা গবাদি পশু ভক্ষণ করতে পার' 'কেন আমরা তা খাবো না? আল কুরআনে ৫নং সূরায় বলা হয়েছে–

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ.

অর্থ : 'তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত।' (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-১) আল কুরআন ১৬নং সূরায় বলছে–

www.pathagar.org

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ.

অর্থ : 'চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে। আর অনেক উপকার রয়েছে, আর কিছু সংখ্যক তোমরা আহার্যে পরিণত কর।" (১৬-সূরা নহল : আয়াত-৫)

আল-কুরআন অন্যত্র ২৩ নং সূরায় বলছে, فِى الْاَنْعَامِ ... وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ. 'চতুষ্পদ জন্তুসমূহ... তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করতে পার।' (২৩-সূরা মুমিনুন : আয়াত-২১)

আপনি জানেন আমিষ খাদ্য লৌহসমৃদ্ধ এবং এটি খুব পুষ্টিকর। এখানে উপস্থিত ডাক্তারগণ এটি নিশ্চিত করতে পারেন। এমনকি, আমি নিজেও একজন মেডিক্যাল ডাক্তার। আমি তা জানি। আমিষ খাদ্যে যে মাত্রায় প্রোটিন আপনি পাবেন, অন্যান্য খাদ্যে, অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যে আপনি সে মাত্রায় প্রোটিন পাবেন না। সয়াবিন, যা উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রোটিন খাদ্য বলে বিবেচিত, কোনভাবেই আমিষে প্রাপ্ত প্রোটিনের নিকটবর্তী নয়।

আর গো হত্যার বিষয়ে, আপনি যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন, আপনি দেখবেন যে, সেগুলোতে একজন লোককে আমিষ খাওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমি এখানে কোন ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি; কিন্তু যেহেতু ভাই আমাকে একটি প্রশ্ন করেছেন, আমাকে সত্য বিষয় বলতে হবে। আপনি যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ পড়েন, দেখবেন, সাধু-সন্যাসীরা আমিষ ভক্ষণ করেছেন, তারা এমনকি গো-মাংসও খেয়েছেন। তবে তা হয়েছে পরবর্তীতে, অন্যান্য ধর্মের প্রভাবের ফলে যেমন– জৈন ধর্ম, ইত্যাদি। মানুষেরা 'অহিংস' নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন– যা ছিলো 'জীবহত্যা পাপ', তারা এই নীতিকে জীবনের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা না হলে, ইসলাম প্রাণী অধিকারের পক্ষে।

কেবল 'পশু অধিকার' বিষয়েই আমি একটি আলোচনা পেশ করতে পারি। ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা যেখানে বলা হয়েছে 'জীবজন্তুকে অতিরিক্ত বোঝা দিও না, তাদের সাথে সুন্দরভাবে আচরণ কর, তাদেরকে খাদ্য দাও– কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে, তাদেরকে খাদ্যে পরিণত করা যাবে।' আপনি যদি অন্যান্য ধর্ম পর্যালোচনা করেন যেখানে এই নীতিতে বিশ্বাস করা হয়, ...'আপনার আমিষ খাওয়া ঠিক নয়'– এই নীতিটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ...'আপনার চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা উচিত নয়, কেননা তারা জীবন্ত প্রাণী। সেজন্য আমিষ

www.pathagar.org

ভক্ষণ একটি পাপ।' আমি তাদের সাথে একমত। যদি এই পৃথিবীতে একটিও জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করে কোন মানব বাঁচতে পারতো, তাহলে এ বিষয়ে আমিই হতে চাইতাম প্রথম মানব।

হিন্দু ধর্মে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো যে, 'প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী হলো তোমার ভাই– প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী, হোক তা একটি চতুষ্পদ প্রাণী, কিংবা একটি পাখি বা হোক কোন একটি পোকা।' আমি একটি সহজ বিষয় জানতে চাই, 'কিভাবে একজন ব্যক্তি তার অসংখ্য ভাইকে হত্যা না করে পাঁচ মিনিটও বেঁচে থাকবে?' যাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে, তারা বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি। তা হলো, যখনই আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, তখন আপনি অসংখ্য জীবাণু টেনে নিয়ে সাথে সাথে হত্যাও করছেন। –অর্থাৎ এই ধর্মে, আপনি বেঁচে থাকার জন্য আপনার ভাইকে হত্যা করছেন। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো, প্রত্যেকটি মানুষই আপনার ভাই। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব হলো যে, প্রত্যেক মুসলিমই ভাই। জীবন্ত সব সৃষ্টিই আপনার ভাই নয়, যদিও আমাদেরকে জীবন্ত সব সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে, তাদের ক্ষতি করা উচিত নয় এবং বিনা কারণে তাদেরকে আঘাত-অত্যাচার করা উচিত নয়। অবশ্য প্রয়োজন হলে, আপনি তাদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

সুতরাং যখন এই নীতি বলে যে,... 'আমিষ খাওয়া পাপ', কেননা আপনি জীবন্ত প্রাণী হত্যা করছেন,' আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে যে, 'এমনকি গুল্মেরও প্রাণ আছে',– আপনার কি তা জানা আছে? এভাবে যে, 'জীবন্ত সৃষ্টি হত্যা করা পাপ' এই যুক্তি ব্যর্থ হল। সুতরাং, এখন তারা যুক্তি পরিবর্তন করছে এবং তারা বলে 'দেখ, গুল্মের প্রাণ আছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করে না– তাই প্রাণী হত্যা করা গুল্ম হত্যা করার তুলনায় অধিক পাপ।' আপনারা জানেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, এমনকি গুল্মও ব্যথা অনুভব করে; তারা কাঁদতে পারে, এমনকি তারা সুখও অনুভব করে– সুতরাং 'গুল্ম ব্যথা অনুভব করে না' –এ যুক্তিও ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি কী! মানুষ তার কানে গুল্মের কান্না শুনতে পায় না; কারণ মানুষের কান প্রতিটি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র পর্যন্ত শুনতে পায়। এই পরিসরের যে কোন বিষয়ই মানুষের কানে শোনা যায়– এর কম বা বেশি কোন কিছু মানুষের কানে শোনা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন পরিচালক কুকুরের বাঁশি বাজায়, আপনি জানেন যে কুকুরের জন্য এক জাতীয় বাঁশি আছে, এটাকে বলা হয় নীরব কুকুর বাঁশি। এই বাঁশিকে বাজালে এর তরঙ্গ হল সেকেণ্ডে ২০,০০০ চক্রের উপরে এবং

www.pathagar.org

৪০,০০০ চক্রের নিচে। কুকুর প্রতি সেকেণ্ডে ৪০,০০০ চক্র তরঙ্গ ধ্বনি পর্যন্ত শুনতে পায়। তাই, যখন পরিচালক বাঁশিটি বাজায়, কুকুর তা শুনতে পায়, মানুষ তা শুনতে পায় না। এটাকে বলা হয় নীরব কুকুর বাঁশি।

অনুরূপভাবে, গুল্ম যে কাঁদে তার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। তথাপি সত্য হল তারাও কাঁদে এবং ব্যথা অনুভব করে। আমাদের এক ভাই সর্বোচ্চ যুক্তি দেখিয়ে আমাকে বলেন যে, 'ভাই জাকির, আমি আপনার সাথে একমত যে গুল্মের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে– কিন্তু আপনার জানা আছে, গুল্মের ২টি ইন্দ্রিয় কম আছে। তাদের মোট ৩টি ইন্দ্রিয় আছে, আর প্রাণীর আছে ৫টি ইন্দ্রিয়। সুতরাং, গুল্মের হত্যার তুলনায় প্রাণীর হত্যা মহাপাপ।'

আমি তাকে বললাম। 'ভাই, ধরুন, আপনার একজন ছোট ভাই আছে, যে কীনা কালা ও বধির। দু'টি ইন্দ্রিয় কম। সে বড় হবার পর, যদি কোন ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, তখন কী আপনি আদালতে গিয়ে বলবেন, 'মহামান্য আদালত, খুনীকে একটু কম শাস্তি দিন, কেননা আমার ভাইয়ের দু'টি ইন্দ্রিয় কম ছিল?' আপনি কী তা বলবেন? বরং আপনি বলবেন, 'মাননীয় আদালত, তাকে দ্বিগুন শাস্তি দিন, কেননা সে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।'

সুতরাং বিষয়টি দুই ইন্দ্রিয় বা তিন ইন্দ্রিয়– এভাবে যুক্তি দিয়ে ইসলামে চলে না। ইসলাম আল কুরআনের ২ নং সূরায় বলছে, ـ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا 'পৃথিবীতে তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, (২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮) যেগুলো তোমাদের কে আমি দিয়েছি। অর্থাৎ যা কিছু আইনসিদ্ধ, হালাল ও ভাল, তা আপনি খেতে পারেন এবং এই কারণে, যদি আপনি বিশ্বের গবাদি পশুকে বিশ্লেষণ করেন, (দেখবেন) আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর নিজস্ব পন্থা আছে, –মানবকুল বা অন্যান্য প্রাণীকুলের পুনর্জননের তুলনায় গবাদি পশুর পুনর্জনন অনেক বেশি দ্রুত; তারা অতি দ্রুত পুনরুৎপাদন করে থাকে। যদি আমি আপনার যুক্তির সাথে একমত হই যে, কোন মানুষেরই গবাদি পশু খাওয়া উচিত নয়, তবে সেক্ষেত্রে বিশ্বে গবাদি পশুর অতিআধিক্য দেখা দেবে। আর গরু হত্যার বিষয়ে মাওলানা আবদুল করিম পারেখ লিখিত একটি বই আছে– 'Gauhatya– who is to blame' 'গো-হত্যা– কে দায়ী?'

এছাড়া, আপনি যদি চামড়া তথা গরুর চামড়ার ব্যবসায়ীদের দিক বিশ্লেষণ করেন, আপনি দেখবেন এ ব্যবসায় মুসলিম ব্যবসায়ীর চেয়ে অমুসলিম ব্যবসায়ী বেশি। জৈন ধর্মাবলম্বীরা চামড়া ব্যবসায় বেশি জড়িত। সুতরাং কেবল মুসলিম লোকেরা গরু জবাই থেকে সুবিধাভোগী তা নয়, বরং সুবিধা ভোগীদের

www.pathagar.org

অধিকাংশই অমুসলিম। তাই আপনি যদি ইতিহাস জানেন, আপনি যদি যুক্তিও ভালো জানেন, তবে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে আল্লাহ বলেন, 'ভক্ষণ কর সেসব ভালো বস্তু থেকে যা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে।' –যদি আপনি খেতে পারেন, তবে তাতে সমস্যার কিছু নেই। আর পাশাপাশি, যদি আপনি লতাপাতা ভক্ষণকারী প্রাণীকুল যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁতের গঠন বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখবেন, তারা কেবল শাক শব্‌জি ও লতা গুল্ম খায়, কারণ, তাদের দাঁতের গঠন হল সমতল ও চেপ্টা। যদি আপনি মাংসভোজী জন্তু যেমন সিংহ, বাঘ ও চিতা ইত্যাদির দাঁতের কাঠামো বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন তাদের সূঁচালো সূক্ষ্ম দাঁত। কারণ তারা কেবল আমিষ খাদ্য খায় যা মূলত: মাংস বিশেষ। যদি মানবকুলের দাঁতের গঠন আপনি বিশ্লেষণ করেন, যদি আয়নার সামনে গিয়ে আপনার দাঁতের দিকে নজর দেন, দেখবেন আপনার চেপ্টা ও সূঁচালো উভয় রকম দাঁত রয়েছে। যদি পরমেশ্বর চাইবেন যে আমরা কেবল শবজি খাবো তবে কেন তিনি আমাদের সূঁচালো তীক্ষ্ম দাঁত দিয়েছেন? কি জন্য? স্বাভাবিকভাবেই, তা দিয়েছেন আমিষ-মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যেই।

যদি আপনি লতা-গুল্মভোজী প্রাণী যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদির পরিপাক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন, তাদের রয়েছে এমন এক হজম পদ্ধতি যা কেবল গুল্ম-লতা হজম করতে সক্ষম। আর মাংসভোজী প্রাণীকুল যেমন– সিংহ, বাঘ ও চিতা ইত্যাদি প্রাণী কেবল আমিষ– মাংস হজম করতে পারে। আর মানুষের পরিপাক আমিষ (মাংস) ও নিরামিষ (লতা পাতা গুল্ম) উভয় প্রকার খাদ্য হজম করতে সক্ষম। যদি পরমেশ্বর চাইবেন যে আমরা কেবল শাক সবজি খাবো তবে কেন তিনি আমাদেরকে এমন একটি পরিপাকতন্ত্র দেবেন যা আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্য হজম করতে পারে? তাই, বিজ্ঞানসম্মতভাবে, যদি আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, এটি পরিষ্কার হবে যে, পরমেশ্বর চান আমরা আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্য গ্রহণ করি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে। যদি আপনার কোন জিজ্ঞাসা থাকে, আর কোন ভুল ধারণা থাকে ভাই, আমি উত্তর দিতে আনন্দ বোধ করবো। এক সাথে একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যেন অন্যান্যদের উত্তর দিয়ে আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে।

প্রশ্ন : (হিন্দীতে) : নেহি বুরা হাই বেদ আওর শাস্ত্র, নেহি কুরআন বুরা হাই। বীনা সামঝি বাতি, আওর বি সামঝা ভিক্ষা বুরা হাই; সামঝো তুম আপনি বাতাও, আওর সাব্‌কা ধ্যান বুরা হাই; আপনে আপনে হিসাব সে সুঁচো, কি উস্ উক্কা প্রভু কা সামান নেহী বুরা হাই। আওর ইউনিভার্সেল ব্রাদারহুড কী পাহলে

www.pathagar.org

সে, যাহা ভি কোই বাতি হোনে চাহিয়ে ওহা পার মাযহাব কি কোই বাত নেহী হোনি চাহিয়ে। মাযহাব সে উপার উঠ্‌কার বাত হোনি চাহিয়ে, কোয়েন কি মাযহাব সে উপার উটনা হি উস্ আল্লাহ তা'লা কো পানা হাই– উস্ পারমাত্মা কোন পানাহ হাই– অর পাহলা God কা মীনিং সামঝো কি God কা মীনিং কিয়া হাই। God, Goddess কুছ নেহী হোতা হাই। G- O- D... অর্থাৎ অতিমানবিক শক্তি যা আমাদের প্রকৃতি কে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ঐ প্রকৃতির তিনটি অংশ রয়েছে।

*...G- O- D, অর্থাৎ G- হল Generator (সৃষ্টিকর্তা) এবং O- হল Oprator- (পরিচালক) এবং -D হল Destroyer (ধ্বংসকারী)। প্রকৃতি আমাদেরকে সৃষ্টি করছে, প্রকৃতি আমাদেরকে পরিচালনা করছে এবং প্রকৃতি আমাদেরকে ধ্বংস করছেন। আমরা সৃষ্টি হচ্ছি, আমরা পরিচালিত হচ্ছি এবং আমরা ধ্বংস হচ্ছি। ইস্ মে Goddes আওর God কা মীনিং কুছ ভি নাহি হাই; আওর God কা আস্‌লি মীনিং কুছ ভি নেহী হাই। পরমেশ্বর গড্ সে উপার হাই।**

অর্থাৎ– বেদ আর শাস্ত্র খারাপ না। কুরআনও খারাপ না। না বুঝে কথা বলা আর তর্ক করাটাই খারাপ। সব মানুষ মনে করে যে অন্য সবাই ভুল করছে। নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। আপনার ঈশ্বর কখনো খারাপ হতে পারে না। তাই সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে। আমাদের মধ্যে যে কথাগুলো হবে সেগুলোতে যেন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি না থাকে। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির উপরে উঠে কথা বলতে হবে। কারণ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির উপরে উঠলেই সেই আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়া যাবে। পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে। আগে গড শব্দটার অর্থ বুঝেন। গড এর অর্থ কি? গড– গডেস এসব কিছুই নেই। জি ও ডি যে সুপার পাওয়ার এই প্রকৃতিকে কন্ট্রোল করছে। আর এই প্রকৃতির তিনটা অংশ আছে। জি ও ডি গড জি-দিয়ে জেনারেটর, ও-দিয়ে অপারেটর, ডি-দিয়ে ডিস্ট্রয়ার এই প্রকৃতি আমাদের তৈরি করছে। প্রকৃতিই আমাদের চালাচ্ছে। প্রকৃতিই আমাদের ধ্বংস করছে। আমাদের তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের চালানো হচ্ছে। তারপর ধ্বংস করা হচ্ছে। গড বা গডেসের অন্য কোনো অর্থ নেই। আর গড শব্দটার এছাড়া কোনো অর্থ নেই। আল্লাহ তায়ালা এই গডের উপরে। পরমেশ্বর এই গডের উপরে। পরওয়ারদিগার গডের উপরে।

---

* প্রশ্নকারী– প্রশ্নটি মূলত: হিন্দিতে উপস্থাপন করেছেন। মাঝে এর অর্থ সম্পর্কে নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রশ্নটি হিন্দি ভাষা বাংলা বর্ণে প্রদত্ত হল এবং সাথে অনুবাদও দেয়া হলো।

www.pathagar.org

ডা. জাকির : ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই আমার বক্তৃতাকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, কোন দেবতা বা স্ত্রী দেবতা নেই– যা আমি বক্তৃতায় তুলে ধরেছি। তিনি হিন্দি ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যাতে করে যারা ইংরেজি বুঝেন না তারা বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। তিনি ভালো ব্যাখ্যা করেছেন যে, দেবতা বলে কিছু নেই, স্ত্রী দেবতা বলেও কিছু নেই। 'আল্লাহ তা'আলা' (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আমি তার সাথে একমত এবং তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্ম বিভিন্ন হওয়া উচিত নয়। আমি আপনার সাথে একমত যে, বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত নয়। কেননা, আল কুরআন ৩ নং সূরায় বলেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ. 'নিশ্চয়ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম।' (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত : ১৯) আর ইসলামকে যিনি ধারণ করেন, তিনি মুসলিম। অর্থাৎ মুসলিম ঐ ব্যক্তি যিনি তাঁর ইচ্ছাকে আল্লাহর তরে সোপর্দ করেন। আর ভাই আমি আপনার সাথে একমত যে, যদি আপনি ধর্মের বিষয়ে আপনার সাথেই যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব করেন তবে তো পার্থক্য তৈরী হতে বাধ্য, যদিও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভাই আরও কিছু বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যেমন– 'শিয়া' ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধর্ম এবং তিয়াত্তরটি 'ফিরকা' সম্পর্কে। আমি বিষয়টির উত্তর দিতে পারি। কিন্তু তার জন্য সময় ব্যয় হবে। যদি আপনি এর উত্তর জানতে চান আপনি আলোচনার প্রস্তাব দিতে পারেন, আমি তার উত্তরও আপনাকে দিতে পারবো। কেন... বিভিন্ন 'ফিরকা' ইত্যাদি বিষয় বলা হয়। কিন্তু ভাই যথার্থই বলেছেন যে, কেবল একটি ধর্ম থাকা উচিত, একটি জীবন পন্থা– আর তাহল আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্খা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর নিকট সমর্পণ করা। যদি আপনি এতে বিশ্বাসী হন, তবে তাই হবে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। যদি তাতে বিশ্বাসী না হন, তবে সেক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : জাকির ভাই, আমার অতি সহজ একটি প্রশ্ন আছে। আমি অধ্যাপক Devray. আমি কোন ধর্ম অধ্যয়ন করিনি, আর আমি কোন ধর্মে বিশ্বাসও করি না। আর আমার সহজ প্রশ্নটি হল– আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত? কারণ, আপনার বক্তৃতায় আপনি বলেছেন, 'আল্লাহ-পরমেশ্বর এই পৃথিবীর সকল মানুষকে (পুরুষ ও নারী) সৃষ্টি করেছেন– এবং তিনি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে ও অঞ্চলে ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছেন। যাতে করে তারা একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে বা যুদ্ধে লিপ্ত না হয় এবং

www.pathagar.org

যেন তারা একে অপরকে বুঝতে পারে। আপনি কি দয়া করে আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবেন ক্রুসেডের উদ্দেশ্য কি এবং আপনি কি দয়া করে আমার কাছে আপনার নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করবেন যে, 'হিন্দু ধর্ম' ও 'ইসলাম ধর্ম' এর পার্থক্য? আপনি বলেছেন যে, এটি 'Hinduism' (হিন্দু ধর্ম) আর এটি 'Islam Religion' (ইসলাম ধর্ম)। আপনি কখনোই বলেননি যে, Hinduism একটি ধর্ম। 'Hinduism' ও 'Islam Religion' এর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, সকল বস্তুই দেবতা (God)। আর মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে সকল বস্তুই দেবতার (God's)। যদি সকল বিষয় দেবতারই হবে তবে ভারতে বা বিশ্বের অন্যান্য অংশে, এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও কেন এত খুনোখুনি? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ডা. জাকির : ভাই অতি ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, পরমেশ্বর মানবকুলকে একটি একক জোড়া– পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। ভাই, কখনো আমি বলিনি যে, পরমেশ্বর মানুষকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। এই বক্তৃতা রেকর্ড করা হচ্ছে– আমি কখনো বলিনি 'বিভিন্ন ধর্ম'। আমি বলেছি, 'বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণে বিভক্ত', ধর্মে নয়।' আল্লাহ বলেন, 'ধর্ম কেবল একটিই'। পরমেশ্বর মানুষকে কখনো বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেননি। 'ধর্ম কেবল একটিই'। –বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ভাষার ভিন্নতা এনেছেন এজন্য যে যাতে তারা একে অপরকে চিনতে, জানতে পারে। এটা ঠিক যে, অমুক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন বর্ণ, নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। এটি হল 'region' (অঞ্চল), 'religion' (ধর্ম) নয়। তাই আপনার বক্তব্য সঠিক নয়। অন্যান্য বিষয়াদি সুন্দর যা আপনি বলেছেন, যেমন– বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র জাত বর্ণ, বহুধাবিভক্ত জাতিসত্তা, আমি এসবের সাথে একমত এবং এগুলো ভিন্ন করা হয়েছে যাতে তারা একে অন্যকে চিনতে পারে। এজন্য নয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

আপনি বলেছেন যে, আমি কখনো বলিনি যে, 'Hinduism' একটি ধর্ম। আমি আবার আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি বলেছি, Oxford Dictionary-এর মতে, ধর্ম হল পরমেশ্বরে বিশ্বাস। Hinduism-কে বুঝতে হলে, হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হলে আপনাকে 'স্রষ্টা' প্রত্যয়টি বুঝতে হবে। ইহূদী ধর্মকে বুঝতে হলে ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা বুঝতে হবে। খ্রীষ্টবাদকে বুঝতে হলে আপনাকে খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা জানতে হবে। একইভাবে

www.pathagar.org

ইসলামের ব্যাপারে বুঝতে হলে ইসলামে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। এটিই আমি বলেছি।

আর ধর্মের মধ্যকার বিভিন্নতার বিষয়ে... কে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে? পরমেশ্বর নয়। আল্লাহ আল কুরআনে ৬ নং সূরায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ.

'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।' (৬-সূরা আন'আম : আয়াত-১৫৯)

আপনি ধর্মকে বিভক্ত করতে পারেন না। যে ব্যক্তি এটিকে বিভক্ত করে, সে ভুল পথে রয়েছে। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'মানুষেরা একে অন্যকে হত্যা করছে কেন?' সেটি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ধরুন, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি ছাত্রদেরকে বললেন, 'নকল করো না'। তারপরও তারা নকল করছে, তখন কে দায়ী? শিক্ষক নাকি ছাত্র? নিশ্চয়ই ছাত্র। এখানে পরমেশ্বর মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন যে তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করতে পার। তিনি একটি পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশনা। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত অহী– মহিমান্বিত কুরআন। 'করণীয়' ও 'নিষেধাজ্ঞা' এতে বিবৃত হয়েছে।

আর আল্লাহ কুরআনে ৫ নং সূরায় বলছেন এবং আমি আমার বক্তৃতায় তা উল্লেখ করেছি।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

'কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষকে হত্যা করে (হতে পারে সে মুসলিম বা অমুসলিম, হতে পারে সে হিন্দু, ইহুদী-খ্রীষ্টান, শিখ, যে কোন ব্যক্তি) যদি না তা হয় কোন খুনের বিনিময়ে বা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করার কারণে, তাহলে সে যেন পৃথিবীর সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে রক্ষা করে যেন সে পুরো মানব জাতিকেই রক্ষা করলো।" (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-৩২)

সুতরাং পরমেশ্বর এটা ভালবাসেন না যে মানুষেরা একে অপরকে হত্যা করে। কিন্তু মানুষ যদি তা না মানে, তবে কে দায়ী? নিঃসন্দেহে, মানুষ। আল কুরআন ৬৭ নং সূরায় বলছে,

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً.

www.pathagar.org

'যিনি (আল্লাহ) মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায়, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' (৬৭-সূরা মুলক : আয়াত-২)

আল্লাহ মানুষের মধ্যে কর্মে ভাল-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি চাইলে পারতেন। আল কুরআন বলছে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, সকল মানুষকেই বিশ্বাস করাতে পারতেন।' –কিন্তু তখন পরীক্ষার কী হতো? যদি শিক্ষক চান, সকল ছাত্রকেই পাশ করিয়ে দিতে পারেন– তারা ফেল করা সত্ত্বেও। শিক্ষক পারেন... কিন্তু তা হবে খারাপ। তখন ছাত্রের স্বাধীনতা থাকবে কোথায়? যদি তারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, তাতে যদি কোন ছাত্র ভুল উত্তর দেয়, তবুও যদি শিক্ষক তাকে পাশ করিয়ে দেন, তবে যে ছাত্রটি কঠোর পরিশ্রম করেছে, সে আপত্তি জানিয়ে বলবে, 'আমি পরীক্ষার জন্য অবিচলভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছি। যে ছেলেটি পরীক্ষায় নকল করেছে এবং প্রতারণা করেছে, ভুল উত্তর লিখেছে এবং তথাপি সে পাশ করেছে।' সুতরাং যদি পরের ব্যাচের ছাত্ররা অনুভব করে যে, শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেককেই পাশ করিয়ে দেন, সঠিক উত্তর ও ভুল উত্তর প্রদানকারী নির্বিশেষে, তাহলে প্রত্যেকেই অধ্যয়ন করা বন্ধ করে দেবে। তখন আপনি হয়তো একটি ডিগ্রী পাবেন। একটি মেডিক্যাল ডিগ্রী। কিন্তু যখন সেই ডাক্তার মেডিক্যাল পাশ করবেন, তখন তিনি বেরিয়ে আসবেন লোকদেরকে হত্যা করবার জন্য, চিকিৎসা দেবার জন্য নয়।

অতএব, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মহিমান্বিত কুরআনে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে : 'হত্যা করো না, অন্যের ক্ষতি করো না, মানুষকে ভালোবাস, তোমার প্রতিবেশিকে ভালোবাস।' –এসবই আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি, কিন্তু যদি লোকেরা তা না করে, এর অর্থ তারা কুরআনকে অনুসরণ করছে না– ধরুন সে হতে পারে কোন একজন ব্যক্তি বা কোন অঞ্চলের হতে পারে তা আমেরিকা, হতে পারে পাকিস্তান, হতে পারে তা পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষ। লোকেরা বলতে পারে, 'দেখুন, আপনি কেবল আপনাকে মুসলিম নামে– 'আবদুল্লাহ', জাকির, বা 'মুহাম্মদ' ডাকলেই 'জান্নাত' এর টিকেট পাবেন না। কেবল আপনি 'মুসলিম' বললেই তাতে আপনি মুসলিম হয়ে যাবেন না। 'মুসলিম' কোন চিহ্নমাত্র নয়। এটি ঠিক, যদি আমি বলি, 'আমি একজন মুসলিম'– আমি একজন মুসলিম। মুসলিম অর্থ ঐ ব্যক্তি যে তার স্বাধীন ইচ্ছা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর সমীপে সমর্পণ করে। কেবল একজন ব্যক্তিকে 'জাকির' 'আবদুল্লাহ' 'মুহাম্মদ' 'সাকির' ডেকে নয়, বরং এসব লোক– যদি তারা সঠিক কর্ম করে, যদি তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে তবেই তারা মুসলিম'। কুরআন বলছে... কিছু লোক আছে 'যারা আন্তরিকতাবিহীন মুখে মুখে মুসলিম।' অতএব, যদি লোকেরা খুনোখুনি করে, তারা আল কুরআনের নির্দেশনা

www.pathagar.org

মানছে না। যদি তারা আল কুরআনের নির্দেশনা মানে, তাহলে বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজ করবে। আশা করছি, প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : (চলমান...) সুতরাং, জাকির ভাই, যদি কোন হিন্দু কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে যা কিনা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের বর্ণিত নীতিমালাসমূহের কাছাকাছি, তাহলে কি ঐ হিন্দু নিজেকে মুসলিম বলতে পারবে? অথবা বিপরীত পক্ষে, কোন মুসলিম কি নিজেকে 'হিন্দু' বলতে পারবে? কারণ আপনার বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'।

ভৌগোলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু, বিশ্বাসে নয়

ডা. জাকির : ভাই একটি অতি ভাল প্রশ্ন করেছেন। আপনি যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করেন, আমি তার উত্তর দিতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, কোন হিন্দু ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত নীতিমালা ও হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে কি 'মুসলিম' হতে পারবে এবং একজন 'মুসলিম' কে কি 'হিন্দু' বলা যাবে? ভালো কথা। চলুন, দেখা যাক 'মুসলিম' ও 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি। যা আমি বলেছি, 'মুসলিম ঐ ব্যক্তি যে তার ইচ্ছা শক্তি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)– পরমেশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছে'। 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি। আপনি কি জানেন? হিন্দু হল ভৌগোলিক সংজ্ঞা, ভারতে বসবাসকারী, এই সিন্ধু সভ্যতার সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী যে কেউ হল 'হিন্দু'। সংজ্ঞানুসারে আমি একজন 'হিন্দু'। তা কি জানেন? হিন্দু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। আপনি যে কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'হিন্দু একটি ভুল নাম'। ভৌগোলিকভাবে আমি একজন ভারতীয়, আমি একজন হিন্দু ভৌগোলিকভাবে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, 'হিন্দু' নয়, তাদের ডাকা উচিত 'বেদান্তী'। এভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি ভৌগোলিকভাবে হিন্দু'? উত্তরে আমি বলবো, হ্যাঁ, আমি তাই। কিন্তু যদি আমার কাছে জানতে চান যে, 'আমি কি বেদের অনুসারী– বেদান্তী?' আমি বলবো, মহিমান্বিত আল কুরআনের সাথে বেদের যে অংশগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ তার অনুসরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, যেমন– 'স্রষ্টা কেবল একজনই'। কিন্তু যদি আপনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, পরমেশ্বর ব্রাহ্মণকে মাথা থেকে সৃষ্টি করেছেন– এটি একটি ভিন্ন জাত যা শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়দেরকে বক্ষদেশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।' –এটি আমি বেদ থেকে উদ্ধৃত করলাম। যদি আপনি বেদে বিশ্বাস না করেন সেটি আপনার ব্যাপার। কিন্তু এটি বেদ, যা আমি উল্লেখ করলাম। এখানে উপবিষ্ট বেদের পণ্ডিতদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি নই, বেদ বলছে, 'বৈশ্যকে উরু থেকে এবং শূদ্রকে পা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই যে, এগুলো সত্য। তাই, যদি

www.pathagar.org

আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন 'আপনি কি বেদের এই দর্শন বিশ্বাস করেন?' আমি বলবো 'না'। এই দর্শনটি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : (চলমান...) আপনার মতে, এই ভূমিতে বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তিই কি হিন্দু?

ডা. জাকির : হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে আমি হ্যাঁ বলবো। ভাই সঠিকভাবেই বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যে ভারতে বসবাস করছে– সে একজন হিন্দু– কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কোন ব্যক্তি যে আমেরিকাতে বসবাস করে সে আমেরিকান নাগরিক। সে একজন আমেরিকান।

শ্রোতা : প্রত্যেকেই এখানে হিন্দু। 'ইয়ে রিয়েল ব্রাদার হুড হাই'। (এটি হল সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব)।

ডা. জাকির : হ্যাঁ; ঠিক তাই। আমি আপনার সাথে একমত। ভৌগোলিকভাবে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু। তাই আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। ভৌগোলিক সংজ্ঞা মতে, আপনি যদি বলেন যে, ভারতে বসবাসকারী যে কেউ হিন্দু, সেটি সঠিক। যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়ে একমত হবে।

ভারতে বসবাসকারী যে কেউ একজন হিন্দু... ভৌগোলিকভাবে আমি একজন হিন্দু, কিন্তু যেহেতু আমি ভারতে বাস করি, আমি কি একজন মুসলিম হতে পারবো? হ্যাঁ।

শ্রোতা : দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

ডা. জাকির : অবশ্যই। সুতরাং প্রশ্ন হলো একজন মুসলিম কি হিন্দু হতে পারে? হ্যাঁ, যদি সেই মুসলিম ভারতে বসবাস করে– সে একজন হিন্দু হতে পারে। কিন্তু যদি সেই কথিত হিন্দু ব্যক্তি যদি আমেরিকাতে বসবাস করে, তবে সে আর হিন্দু নয়।– আপনি কি তা জানেন? সে একজন মার্কিন। সুতরাং 'Hinduism' কে বিশ্বজনীন ধর্ম বলা যায় না। পণ্ডিতবর্গের মতে, 'Hindu' –এটি কেবল ভারতের ধর্ম। আসলে এটি ধর্মও নয়। এটি কেবল ভৌগোলিক সংজ্ঞা। মহান পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের মতে, তিনি বলেছেন, 'Hinduism is a Misnoma' 'হিন্দু ধর্ম একটি ভ্রান্ত নাম'। আপনি 'Misnoma' কি জানেন? Misnoma অর্থ হল– 'একটি ভুল নাম দেয়া হয়েছে। তাদের কে বলা উচিত 'Vedanist' বেদান্তী'। তাই যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি হিন্দু কিনা, আমি বলবো, যদি 'হিন্দু' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ভারতে বাস করে, তবে সর্বোতভাবে আমিও একজন 'হিন্দু'। কিন্তু যদি আপনি বলেন, হিন্দু ঐ ব্যক্তি, যে উপাসনা করে ঐ ব্যক্তির মত আপনি জানেন– যদি আপনি বিশ্বাস করেন অমুক

www.pathagar.org

অমুক দেবতা যারা আকার সমৃদ্ধ ইত্যাদি এবং দেবতার হাত-মাথা আছে ইত্যাদি, তাহলে আমি 'হিন্দু' নই।

অনুরূপভাবে কোন হিন্দু কি মুসলিম হতে পারে?' হ্যাঁ, একজন ভারতীয় মুসলিম হতে পারে। একজন হিন্দু মুসলিম হতে পারে। কিন্তু যদি ঐ ভারতীয় মূর্তি পূজা করে তবে সে মুসলিম হতে পারবে না। কেননা আল কুরআন ৪ নং সূরায় বলছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কোন শিরক এর পাপ, (তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব) ক্ষমা করবেন না। অন্যান্য পাপ, তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শিরক এর কোন ক্ষমা নেই।' (৪-সূরা নিসা : আয়াত-৪৮, ১১৬)

সুতরাং একজন ভারতীয় তথা ভারতে বসবাসকারী ব্যক্তি হলেন একজন 'ভৌগোলিক হিন্দু'... একজন মুসলিমও হতে পারেন, কিন্তু যদি সেই 'ভৌগোলিক হিন্দু' বা 'ভারতীয়' কোন ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা ভঙ্গ করে, যেমন– স্রষ্টার মৌলিক ধারণা, ...নবী মুহাম্মাদ (সা) এর উপর বিশ্বাস, তখন তিনি মুসলিম হতে পারবেন না। যে কোন মুসলিম যিনি আল কুরআন অনুসরণ করছেন এবং ভারতে বসবাস করছেন তিনি ভারতীয় মুসলিম। আশা করছি, এটি আপনার নিকট এখন অতি পরিষ্কার।

প্রশ্ন : কেন অধিকাংশ মুসলিম মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

ডা. জাকির : ভাই মেহতা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্ন হল, 'কেন অধিকাংশ মুসলিম মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী'। আমি এর উত্তর দেব। উত্তরটি আপনার পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন, পছন্দ না হলে পরিত্যাগ করবেন। কুরআন ২নং সূরায় বলছে,

لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ، قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ.

'দীনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই সত্য ও হেদায়াত, ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬)

আমি আপনার কাছে সত্য উপস্থাপন করছি, আপনার পছন্দ হলে আপনি গ্রহণ করুন... যদি আপনি পছন্দ না করেন, তা পরিত্যাগ করুন। কোন সমস্যা নেই।

সর্বাগ্রে, আমাদেরকে জানতে হবে, 'Fundamentalism' শব্দের অর্থ কি? 'Fundamentalist" (মৌলবাদী) হল ঐ ব্যক্তি যে মৌলিক বিষয়াদি অনুসরণ করে। যেমন : একজন ব্যক্তিকে ভাল গণিতবিদ হতে হলে অবশ্যই গণিতের মৌলিক সূত্রগুলো জানতে হবে, অনুসরণ ও চর্চা করতে হবে। ভাল

www.pathagar.org

'গণিতবিদ' হতে হলে তাকে গণিতের জগতে মৌলবাদী হতে হবে। ভালো বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই 'বিজ্ঞান' এর মৌল বিষয়াদি জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে এবং চর্চা করতে হবে। ভালো বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য তাকে বিজ্ঞানের জগতে মৌলবাদী হতে হবে। ভালো একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে ঔষধের মৌল বিষয়ে জ্ঞানার্জন, অনুসরণ ও চর্চা করতে হবে। ভাল ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে ঔষধের জগতে মৌলবাদী হওয়া জরুরী।

আপনি একই ব্রাশ দিয়ে সব ধরনের মৌলবাদীকে চিত্রিত করতে পারবেন না। আপনি বলতে পারবেন না, 'সকল মৌলবাদী মন্দ' বা 'সকল মৌলবাদী ভাল'। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি একজন মৌলবাদী ডাকাত, ডাকাতির জগতে আপনি দক্ষ। কিন্তু আপনি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আপনি মানুষকে ডাকাতি করছেন এবং ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করছেন না, আপনি ভাল মানুষ নন। অপরপক্ষে যদি আপনি একজন মৌলবাদী ডাক্তার হন, যদি ঔষধের মৌলিক বিষয়ের অনুসরণ ও চর্চা এবং মানুষের অসুস্থতা ভাল করেন, আপনি একজন ভাল মানুষ, আপনি মানুষকে সাহায্য করছেন। এখানে সব মৌলবাদীকে আপনি একই ব্রাশ দিয়ে অংকিত করতে পারবেন না।

'মুসলিমদের মৌলবাদী হওয়ার ব্যাপারে (বলেছি), আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে গর্বিত। কারণ, আমি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি জানতে, অনুসরণ করতে এবং চর্চা করতে, আলহামদুলিল্লাহ, সর্বাত্মক চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেক মুসলিমেরই ভাল মুসলিম হতে হলে মৌলবাদী মুসলিম হওয়া উচিত। তা না হলে তিনি ভাল মুসলিম হতে পারবেন না। প্রত্যেক হিন্দুকেই ভাল হিন্দু হতে হলে মৌলবাদী হিন্দু হতে হবে। তা না হলে তিনি ভাল হিন্দু হতে পারবেন না। প্রত্যেক খৃষ্টানকে ভাল খৃষ্টান হতে হলে মৌলবাদী খৃষ্টান হতে হবে। নতুবা তিনি ভাল খৃষ্টান হতে পারবে না।

'মৌলবাদী মুসলিম ভাল কি মন্দ' –এ বিষয়টি একটি প্রশ্ন, আলোচনার বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের একটিও মৌল বিষয় নেই যা মানবতার বিরুদ্ধে যায়। এ পর্যন্ত, ভুল ধারণাবশত: অনেক ভাই নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। আপনি ভাবতে পারেন, ইসলামের এই শিক্ষা সঠিক নয়। ভাই যেভাবে বলেছেন, 'গরুর মাংস খাওয়া ঠিক নয়' এবং তার উত্তর দিয়েছি। ভাই নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কে বলেছেন। আমি তার উত্তর দিয়েছি। তাই যে ব্যক্তির জ্ঞানে ঘাটতি আছে তিনি ভাবতে পারেন ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয় রয়েছে যা সঠিক নয়। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি, যার ইসলামের জ্ঞান আছে, বলবে যে ইসলামে এমন

www.pathagar.org

একটি শিক্ষা নেই যা মানবতা বা সমাজের বিরুদ্ধে যায়। আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ করছি। কেবল এই সভাকে নয়, বরং পুরো বিশ্বকে যে, আমাকে দেখান ইসলামের এমন কোন শিক্ষা যা মানবতার মৌল বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে যায়।

কিছু লোকের খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে ইসলামের শিক্ষা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর জন্য, মানবতা সংবর্ধিত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। একটি শিক্ষাও নেই... যা মানবতাবিরোধী। আমি আবারও চ্যালেঞ্জ করছি ... উপস্থিত সভা থেকে যে কেউ; তারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমি ভুল ধারণা পরিষ্কার করবো, ইনশাআল্লাহ, যখন সময় আসবে।

যদি আপনি Webster's Dictionary তে প্রদত্ত 'Fundamentalism' এর সংজ্ঞা পড়ে থাকেন, সেখানে বলা আছে 'মৌলবাদ হল একটি আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ার দিকে একদল খৃষ্টান কর্তৃক আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্টরা যারা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, 'কেবল বাইবেল নয় ...বাইবেলের শিক্ষাও স্রষ্টার বাণী কিন্তু বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর হল আক্ষরিক, স্রষ্টার বাণী।' সুতরাং 'Fundamentalism' আমেরিকার একদল প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের বেলায় প্রথম ব্যবহৃত হয়। যারা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, 'বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ স্রষ্টার বাণী'। যদি কোন মানুষ এটা প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ স্রষ্টার বাণী, তবে সেই আন্দোলন মহৎ। কিন্তু যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ স্রষ্টার বাণী নয়, তাহলে সেটি কোন ভাল আন্দোলন নয়।

যদি 'Fundamentalism' শব্দের অর্থ কি তা Oxford Dictionary তে অনুসন্ধান করেন, আপনি দেখবেন 'Fundamentalism' অর্থ 'কোন ধর্ম বিশেষত: ইসলামের পুরানো নিয়মগুলো দৃঢ়ভাবে মেনে চলা,' Oxford Dictionary তে তারা লিখেছেন,... 'বিশেষত: ইসলাম'। 'বিশেষত: ইসলাম' এ শব্দটি Oxford Dictionary তে সর্বশেষ সংকলনে সংকলিত। তার অর্থ হল, 'মৌলবাদী, শোনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আপনি ভেবে নেন একজন 'মুসলিম'। কেন? মিডিয়া জনগণকে ক্রমাগত প্রচার করছে যে, 'তুমি জান... যে, এই মুসলিম মৌলবাদী, তারা সন্ত্রাসী,' এভাবে যখন মৌলবাদীদের বিষয় আসে, তখনই জনগণ 'মুসলিম' দের কথা চিন্তা করে এবং 'সন্ত্রাসী' শব্দ ভাবতে শুরু করে।

আর 'terrorist' শব্দের অর্থ কি? 'ত্রাস সৃষ্টিকারী' হল ঐ ব্যক্তি যে ত্রাসের কারণ। কখনো কখনো শান্তির জন্য আপনাকে ত্রাস তৈরি করতে হতে পারে। যখন একজন ডাকাত পুলিশ দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ডাকাতের জন্য

www.pathagar.org

পুলিশ হল ত্রাস সৃষ্টিকারী। ঠিক না বেঠিক? আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিচ্ছি। তাই বেশি শব্দ নিয়ে খেলছি না। 'terrorist' হল ঐ ব্যক্তি যে ত্রাসের কারণ। তাই ডাকাতের জন্য, অপরাধীর জন্য, সমাজ বিরোধী উপাদানের জন্য পুলিশ হল ত্রাস সৃষ্টিকারী। এই প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক মুসলিমকেই 'terrorist' হওয়া উচিত।

কেননা, সমাজ বিরোধী উপাদানের জন্য, যখনই কোন সমাজ-বিরোধী উপাদান কোন মুসলিমকে দেখে সে ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কোন ডাকাত কোন মুসলিমকে দেখলে ত্রস্ত হয়ে যায়; কোন ধর্ষক কোন মুসলিমকে দেখলেই আতংকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি একমত যে, terrorist এমন একটি শব্দ যা সাধারণত: সাধারণ মানুষ বা নির্দোষ মানুষদেরকে সন্ত্রস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ প্রেক্ষাপটে, কোন মুসলিমই ত্রাস সৃষ্টিকারী হতে পারে না, যে কিনা সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্তু যখন সমাজ বিরোধী উপাদানসমূহ বিবেচ্য, যখন অপরাধীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখন ডাকাতদের বিষয় আসে– তখন পুলিশ যেমন– অপরাধীদের জন্য ত্রাস সৃষ্টিকারী, তেমনি মুসলিমরাও অপরাধীদের জন্য ত্রাস সৃষ্টিকারী হওয়া উচিত।

আর আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন, অনেক সময় একই ব্যক্তির একই কাজের জন্য দুটি ভিন্ন নাম বা চিহ্ন (লেবেল) এঁটে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি জানেন অসংখ্য ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। বৃটিশদের ভারত শাসনের সময় ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেক ভারতীয় যুদ্ধ করেছিল। বৃটিশরা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল 'এই লোকগুলো বিদ্রোহী, ত্রাস সৃষ্টিকারী।' কিন্তু আমরা ভারতীয়রা ঐসব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ডাকি 'দেশপ্রেমিক'। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। একই ব্যক্তি, একই কার্যক্রম, অথচ ভিন্ন নামকরণ। বৃটিশরা তাদেরকে বলছে 'সন্ত্রাসী', আর ভারতের বাসিন্দারা তাদেরকে বলছে, 'দেশপ্রেমিক'– 'মুক্তিযোদ্ধা'। তাই কাউকে লেবেল বা চিহ্ন এঁটে দেয়ার আগে শুরুতেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে আপনি সমর্থন করেন। যদি আপনি বৃটিশদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হন যে, বৃটিশ সরকারের ভারত শাসনের অধিকার আছে, তাহলে তাদেরকে আপনি বলবেন 'সন্ত্রাসী'। কিন্তু যদি আপনি ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষ সমর্থন করেন যে, বৃটিশরা এসেছিল বাণিজ্য করতে এবং তারা অন্যায়ভাবে শাসন করা শুরু করেছে, তাহলে এসব লোককে আপনি বলবেন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

তাই, কোন ব্যক্তিকে লেবেল বা চিহ্ন এঁটে দেয়ার পূর্বে আপনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে কোন মতের পক্ষে আপনি আছেন। একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি দু'টি

www.pathagar.org

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, আমি বলবো, 'ইসলাম' যেখানে আলোচনার বিষয়, প্রত্যেক মুসলিমই মৌলবাদী হতে পারে, কেননা, ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই 'মানবীয় মূল্যবোধ' এবং 'মানবতা' এবং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে সংবর্ধিত করছে। আশা করছি, প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : ড. দিভারি, ভিওয়ান্দী কলেজ থেকে। আচ্ছা, প্রত্যেক ধর্মই জীবনের প্রধান বিজ্ঞান। কোনটিই বেঠিক নয়, ধর্মের মৌলনীতিসমূহ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু ঐসব নীতিমালাগুলোর গঠন বিভিন্ন এবং তাদের প্রয়োজন বিভিন্ন। মূলত: যেখানে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, সেখানেই ধর্মের বাঁধন গড়ে উঠে। মূলত: আমি যা পেয়েছি তা বিবৃত করছি, (হিন্দি) *'In Sansar Mein Shanti prastapit honei ke baad, Ashanti mat phaylao-yeh payghaam hamein mila hai.'* কিন্তু মূলত: আমরা যা পাই, আমরা যা অনুভব করি, আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা তা হলো ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে সর্বাধিক রক্তপাত হচ্ছে। সমস্যা বা ভুল কোথায়? –আমি বলতে চাই, এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? ধর্মের কারণে যে গণ্ডগোল বাঁধছে, ধর্মের নীতিমালাকে কিভাবে আপনি পুনর্যাচাই করবেন? নির্দিষ্ট এ বিষয়ে আপনি কি মত পোষণ করেন? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির : অধ্যাপক মহাশয় ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন যে, সকল ধর্মই মূলত: ভাল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে, এদের প্রয়োগ বিভিন্ন। তারা ভাল বিষয় শেখায়। কিন্তু বর্তমানে আপনি দেখছেন, পৃথিবীতে অসংখ্য লোক ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে, কিভাবে আপনি এসবের সমাধান করবেন? এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রশ্ন –এর আংশিক উত্তর আমি আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। আমি বলেছি, ইসলাম যতটা বিবেচনা করে, আমাদের কোন মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়। যেমন– আল কুরআনের ৫ নং সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। আপনি এটা কিভাবে দেখেন যে, আমরা সবাই একটি সাধারণ শর্তে আসতে পারি? কিভাবে আমরা পার্থক্যগুলো দূর করতে পারি? তাও আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি। সূরা ইমরানে বলা হয়েছে– تَعَالَوْا الٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'আস একটি শর্তের দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাধারণ মিল রয়েছে।' (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৪)

ধরুন, আপনার দশটি দফা আছে, আমার আছে দশটি। এই দশটির মধ্যে পাঁচটি বিষয় একই এবং পাঁচটি বিষয় ভিন্ন। আমি অন্তত এক রকম পাঁচটি বিষয়ের

www.pathagar.org

সাথে একমত হতে পারি। পার্থক্যের বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা পরে বিবেচনা করতে পারি। কুরআন বলছে, 'তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার কমন (সাধারণ) বিষয়গুলোর প্রতি আস।' কোন বিষয়টি প্রথম? তা হলো 'আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করবো না।' 'আমরা তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবো না।' আপনি যথার্থ বলেছেন, 'কিভাবে সমাধান করা যায়?' আমি সমাধানের পদ্ধতিও বলেছি। কিন্তু যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে হবে তা হলো, অনেক লোক যারা ধর্মের অনুসরণ করে তারা জানে না তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থে কি বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে সমস্যা। অনেক মুসলিম জানে না, আল কুরআন, সহীহ-হাদীস কি বলছে; অনেক হিন্দু জানে না, হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে কি বলা আছে, অনেক খৃষ্টান ও ইহুদী জানে না বাইবেলে কি বলা হয়েছে। কে দায়ী? নিঃসন্দেহে অনুসারীরা।

সে কারণে, আমি লোকদেরকে বলি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে। ভিন্নতার বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো, অন্তত: সাধারণ মিল বিষয়গুলোতে আসি। আমি অন্য একটি বক্তৃতায় 'ইসলাম ও খৃষ্টবাদের মধ্যকার সামঞ্জস্যতা' বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি বলেছি, 'যে বিষয়গুলোতে আমাদের অনৈক্য সে বিষয়ে আমরা পরে আসি'। অন্তত: তোমাদের বাইবেল ও আমাদের আল কুরআনে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যকার সাধারণ-মিল বিষয়গুলোতে চল আমরা ঐকমত্য পোষণ করি। –তবেই যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব নিবারিত হবে। আমি আমার এই বক্তৃতায় কি করছি? আমি কি কখনো কোন ধর্মকে কটাক্ষ করেছি? যখন কিছু ভাই কিছু নির্দিষ্ট বিষয় জানতে চেষ্টা করেছেন, তখন আমি উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছি। এজন্য আমাকে সত্য তুলে ধরতে হবে। আপনি ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন– আমি কোন ধর্মের কোন একটি পার্থক্যের বিষয়ে কখনো কোন কথা বলিনি। আমি কেবল সাধারণ মিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেছি।

পার্থক্য ও ভিন্নতা বিষয়ে, 'হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার ভিন্নতা' ও 'ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যকার ভিন্নতা' শিরোনামে আমি বক্তৃতা দিতে পারি। যেহেতু আমি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র। আমি, আলহামদুলিল্লাহ, ভিন্নতা ও পার্থক্য তুলে ধরে বিভিন্ন বিশ্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করতে পারি। প্রয়োজন হলে তা আমি উল্লেখ করতে পারি; যখন কোন ব্যক্তি অনুষ্ঠানে সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু আমি আমার বক্তৃতায় কখনো তা ব্যবহার করিনি। সাধারণ লোকের জন্য তা কখনো আমি ব্যবহার করিনি। সাধারণ মানুষদের আমি বলি 'আপনি আপনার ধর্মগ্রন্থ পড়ুন, আপনি তাহলে আপনার ধর্মগ্রন্থের ও 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের' নিকটবর্তী হবেন। অন্তত প্রথমে এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করুন।

www.pathagar.org

ইহূদী ধর্ম বলছে, খৃষ্ট ধর্ম বলছে, হিন্দু ধর্ম বলছে, ইসলাম বলছে, শিখ ধর্ম বলছে, পারসিক ধর্ম বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ...'এক স্রষ্টায় বিশ্বাস কর এবং কেবল তার উপাসনা কর'। কেন আপনি অন্যান্য দেবতার উপাসনা করছেন? এ বিষয়টিতে আসুন... তারপর অন্যান্য বিষয়ে আসুন। যদি আপনি এই সাধারণ মিলের বিষয়ের সমস্যার সমাধান করতে পারেন, এমনকি দশটির মধ্যে তিনটি সাধারণ (কমন) বিষয় থাকে, অন্তত ঐ তিনটি বিষয়ে সম্মত হোন। অন্যান্য বিষয়গুলোতে আমরা একমত হবো না অনৈক্য থাকবে তা আমরা পরে আলোচনা করবো। তাই, যদি প্রথমেই আমরা মিল বিষয়গুলোর বিষয়ে একমত হতে পারি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায়, বিশ্বাস করুন, অধিকাংশ বিষয় মীমাংসা হয়ে যাবে, আর এটিই আমি এখন করছি।

আমি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেছি এবং অমুসলিম শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে কথা বলেছি এবং জেনেছি তাদের অধিকাংশই তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে প্রশ্ন করছে। এমনকি মুসলিমরাও তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত নয়। তাই তারাও এমন বিষয়ে প্রশ্ন করছে যে বিষয়ে তারা অবহিত নয়। অতএব, আমি তাদেরকে আল কুরআন, হাদীস, বেদ, ও বাইবেল সম্পর্কে জ্ঞান দিই। আর যখন আমি উদ্ধৃতি দিই তখন আমি রেফারেন্স নম্বর দিই যেন কোন ব্যক্তি বলতে না পারে– 'ওহ, জাকির প্রতারিত করছে'। আর যে ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি তার সবগুলোই 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (IRF) এ সংরক্ষিত আছে। আমাদের গ্রন্থাগারে বেদের বিভিন্ন অনুবাদ রয়েছে। আমাদের আছে অসংখ্য ধরনের বাইবেল– বাইবেলের ত্রিশটির বেশি ভার্সন। তাই যে ধর্মীয় উপদলেই আপনি থাকুন না কেন, হোক আপনি জেহোভা'স উইটনেস, বা প্রোটেসট্যান্ট বা ক্যাথোলিক– আমি তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলি। সুতরাং যদি আপনি বলেন যে, জাকির সঠিক নয়, তবে আপনাকে বলতে হবে যে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সঠিক নয়। আমি উদ্ধৃতি দিই... এবং আমার অধিকাংশ বক্তৃতা হল বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির সমাহার। আপনি যদি ঐসব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অমত পোষণ করেন, সেটি আপনার পছন্দ। যদি আপনি ভিন্নমত পোষণ করেন, আপনাকে ভিন্নমত পোষণে স্বাগত জানাই, কারণ, আল কুরআন বলছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সত্য, ভ্রান্তি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।'

আমি আপনার সামনে হিন্দুবাদের সত্য সম্পর্কে তুলে ধরছি। আপনি যদি একমত পোষণ করেন... করুন, যদি আপনি এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন, ...তাও

www.pathagar.org

করতে পারেন। একটি সিম্পোজিয়ামে তৃতীয় বিষয়টি ছিল 'ইসলাম, হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা' বিষয়ে আলোচনা। লোকেরা এটিকে একটি বিতর্কও বলতে পারে। সেখানে ছিলেন কেরালা ও কালিকুট থেকে একজন হিন্দু পণ্ডিত, কালিকুটের একজন খৃষ্টান ফাদার আর আমি স্বয়ং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলাম। এটি ছিল সাড়ে চার ঘণ্টার এক দীর্ঘ বিতর্ক। হিন্দু ধর্মের ও খৃষ্ট ধর্মের প্রতিনিধিগণ ছিলেন বিজ্ঞজন। আমি কেবল একজন ছাত্র... আমি দর্শক শ্রোতার বিবেচনার জন্য আমার মতামত উপস্থাপন করছি। আমি তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অধ্যায় ও বাণী নম্বরসহ উদ্ধৃতি দিয়ে সবধর্মের মধ্যকার 'মিল' বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি। মানুষকে একতাবদ্ধ করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তাদের মধ্যকার মিল বিষয়গুলোর প্রতি আহ্বান করা। অমিলের বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : জনাব রাজ মালহোত্রা জিজ্ঞেস করেছেন, 'যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়, তবে কিভাবে তা তরবারির দ্বারা বিশ্বে ব্যাপকতা পেয়েছিল?

ডা. জাকির : প্রশ্নটি ছিল... 'যদি ইসলাম শান্তির ধর্মই হবে, কিভাবে তা বিশ্বব্যাপী তরবারি দ্বারা বিকশিত হল? ইসলামের মূল প্রত্যয়গত শব্দ 'সালাম' –যার অর্থ 'শান্তি'। এর আরেক অর্থ 'আপনার ইচ্ছাকে পরমেশ্বর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর সমীপে সমর্পণ করা'। সংক্ষেপে, ইসলাম অর্থ 'আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর সমীপে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।' কিন্তু আমি আগে যেরূপ বলেছি, পৃথিবীর সব লোক পৃথিবীতে শান্তি বিরাজিত থাকুক তা চায় না। কতিপয় সমাজ বিরোধী উপাদান আছে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য শান্তি বিরাজ করুক তা চায় না। যেমন সমাজে কিছু ডাকাত শ্রেণীর অপরাধী ইত্যাদি থাকে, যদি শান্তি বিরাজ করে, তবে তাদের অসাধু কর্মকাণ্ড রহিত হয়ে যাবে। এজন্য কিছু নির্দিষ্ট লোক তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান থাকুক তা চায় না। সুতরাং তাদের জন্য, পুলিশের প্রশাসন যেরূপ করে থাকে, শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলাম শান্তির জন্য। কিন্তু সমাজবিরোধী উপাদানগুলোকে তাদের জন্য রক্ষিত স্থানে রাখার জন্য মাঝে মাঝে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর 'ইসলাম তরবারি দ্বারা বিজয়ী হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে'। এই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর দিয়েছেন Delay See Olary, যিনি একজন অত্যন্ত স্বনামধন্য অমুসলিম ঐতিহাসিক। 'Islam and Cross Roads' শীর্ষক বইয়ের ৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন... 'ইতিহাস এটি পরিষ্কার করেছে যে, বিজিত নৃগোষ্ঠীর উপর তরবারির

www.pathagar.org

অগ্রভাগ দ্বারা জোরপূর্বক ইসলামকে চাপিয়ে দিয়ে জগদ্বিখ্যাত ধর্মান্ধ মুসলিমরা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছেন– এটি হল চরম মজার অবাস্তব কল্পকাহিনী যা ঐতিহাসিকেরা কখনোই উল্লেখ করেননি।'

আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি– আমরা মুসলিমরা প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছি। পরবর্তীতে ক্রুসেডারগণ এসে মুসলিমদের বিতাড়িত করলেন। সেখানে এমন একজন মুসলিমও পাওয়া গেল না যে প্রকাশ্যে 'আযান' দিয়ে সালাতের জন্য আহ্বান করবে। আমরা কোন শক্তি প্রয়োগ করিনি। আপনি জানেন, আমরা মুসলিমরা আরবভূমি শাসন করেছি দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর। অল্প কয়েক বছরের জন্য বৃটিশরা এসেছিল, কিছু কালের জন্য ফরাসীরাও এসেছিল, কিন্তু আমরা মুসলিমরা আরবভূমি শাসন করেছি সব মিলিয়ে চৌদ্দশত বছর। আপনি কি জানেন আরবে আজ প্রায় ১৪ মিলিয়ন লোক, তার কতজন 'Coptic Christian'? 'Coptic Christian' অর্থ যারা বংশ পরম্পরায় খৃষ্টান। মুসলিমরা চাইলে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জোর খাটিয়ে প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। কিন্তু আমরা তা করিনি। ১৪ মিলিয়ন আরব, সেখানকার Coptic Christian-রা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা জোরপূর্বক বিস্তৃত হয়নি। আপনার জানা আছে, ভারতবর্ষ শত শত বছর মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং আমরা তরবারি প্রয়োগ করিনি। যদি কিছু লোক ভুল করে থাকে, আপনি তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে তার জন্য ধর্মকে দায়ী করতে পারেন না। যদি কতিপয় লোক অনুসরণ না করে সেটি তাদের দোষ।

হিটলার ৬ মিলিয়ন ইহূদী নিধন করেছে বলে আপনি বলতে পারেন না যে, খৃষ্ট ধর্ম 'খারাপ'। যদি হিটলার ৬ মিলিয়ন ইহূদীকে নিধন করে, যদি ৬ মিলিয়ন ইহূদীকে পুড়িয়ে মারে, আপনি তার জন্য খৃষ্ট ধর্মকে দায়ী করতে পারেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা শত শত বছর ভারত শাসন করেছি। আমরা চাইলে তরবারির জোরে প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারতাম। আমরা তা করিনি। বর্তমানে ভারতের ৮০ শতাংশেরও বেশি অমুসলিম তার সাক্ষ্য (শাহাদাত) দেবে। আপনারা যে সকল অমুসলিম এখানে উপস্থিত আছেন তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও আমাদের ক্ষমতা ছিল, আমরা তা প্রয়োগ করিনি, যেহেতু ইসলাম তাতে বিশ্বাস করে না।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়াতে সর্বাধিক সংখ্যক লোক মুসলিম। কোন্ মুসলিম সৈন্য ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? যে মালয়েশিয়াতে পঞ্চাশ শতাংশ লোক মুসলিম, কোন্ মুসলিম সৈন্য সেখানে গিয়েছিল? কোন্ মুসলিম সৈন্য গিয়েছিল আফ্রিকার

www.pathagar.org

পূর্ব উপকূলে? কোন্ মুসলিম সৈন্য? কোন্ তরবারি? Thomas Carlye তার 'Heros and Hero Worship' গ্রন্থে এর উত্তরে লিখেছেন যে, 'আপনাকে সেই তরবারিটি পেতে হবে। স্বল্প ভাল তা করতে পারবে যে, সে এই তরবারি দ্বারা বিস্তৃত হবে। প্রত্যেক নতুন মতবাদই প্রথমদিকে একজনের মনে আরম্ভ হয়... পুরো বিশ্বের একজনের মনে... সকল মানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একজন মাত্র। এটি খুব কমই মঙ্গল করতে পারে যে, তিনি একটি তরবারি তুললেন আর তা বিস্তার করে ফেললেন।' অর্থাৎ কেবল তরবারি উত্তোলন করেই ইসলাম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে তা খুব কমই গ্রহণযোগ্য।

কোন তরবারি? এমনকি যদি আমাদের কোন মনের তরবারিও থাকে, আমরা তা প্রয়োগ করতে পারি না। আল কুরআন বলছে, 'ধর্মের বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই– সত্য ভ্রান্তি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর হাত দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং শয়তানকে পরিত্যাগ করবে সে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। 'যে ব্যক্তি আল্লাহতে বিশ্বাস করে... আল্লাহ তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নেবেন। যে ব্যক্তি শয়তানে বিশ্বাস করে, শয়তান তাকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে।' কোন্ তরবারি? বুদ্ধির তরবারি। কুরআন বলছে, 'মানুষকে প্রভুর রাস্তার প্রতি আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দরতম আহ্বানে; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর সর্বোত্তম ও সুন্দরতম পন্থায়।' (১৬-সূরা নাহল : আয়াত-১২৫)

'Plain Truth' পত্রিকায় একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়েছে। এটি হলো Readers Digest A-1 Manager Book 1986-'এর একটি প্রকাশনা। এখানে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বিশ্বের ধর্মগুলোর বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এই ৫০ বছরে প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে এক নম্বর ধর্ম ছিল ইসলাম।

এটি ছিল দুইশত পঁয়ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি। আমার জিজ্ঞাসা 'কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে যা অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছে? আপনি জানেন কি আজ আমেরিকাতে ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসরমান ধর্ম? কে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা মার্কিনীদেরকে ধর্মান্তরিত করছে? ইউরোপের দ্রুত অগ্রসরমান ধর্ম হল ইসলাম। তরবারি দ্বারা কে তাদেরকে বল প্রয়োগ করেছে? আল কুরআন কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এর উত্তর দিয়েছে। মহিমান্বিত আল কুরআন বলছে–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

www.pathagar.org

'আল্লাহ তার বার্তাবাহক (নবী) কে প্রেরণ করেছেন সত্য ধর্ম ও পথ নির্দেশ সহকারে, যাতে করে তা অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপর, অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হতে পারে'। (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৩৩, ৬১-সূরা সাফ : আয়াত-৯, ৪৮-সূরা ফাতহ ঃ আয়াত-২৮)

আমি এই উত্তরটি শেষ করতে চাই Dr. Adam Pierson এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি বলেন, 'লোকেরা, যারা এই ভয় করে যে কোন একদিন আরবদের হাতে পারমানবিক অস্ত্র পৌঁছে যাবে, তারা এটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যে পৃথিবীতে উৎক্ষেপিত হয়েছে– তা পড়েছে ঐ দিন যেদিন নবী মুহাম্মাদ (সা) জন্মলাভ করেছেন।'

প্রশ্ন : জনাব সুনীল প্রশ্ন করেছেন, 'ইসলাম যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রচার করছে, তখন কিভাবে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে?

ডা. জাকির : যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা হল, ইসলাম যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রচার করছে, তখন মুসলিমরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত? এর উত্তর মহিমান্বিত আল কুরআনে ৩ নং সূরায় দেয়া আছে, যেখানে বলা হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

'তোমরা আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। (সূরা-আলে ইমরান : আয়াত-১০৩) আল্লাহর রশি কোনটি? মহিমান্বিত আল কুরআনই হলো আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর রশি। এটি বলছে যে, মুসলিমদের উচিত আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরা এবং কখনো বিভক্ত না হওয়া। আর আল কুরআন ৬ নং সূরায় বলছে, যা আমি আগেও উল্লেখ করেছি–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ـ

'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা-আনআম : আয়াত-১৫৯) তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত (বিচার দিবসে) বলে দেবেন।' অর্থাৎ, ইসলামে যে কারো জন্যে কোনরূপ উপদলে বিভক্ত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি কিছু মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি?' কেউ বলবে, 'আমি হানাফী' এবং কেউ বলবে, 'আমি হাম্বলী'।

www.pathagar.org

আমাদের প্রিয় নবী (সা) কি ছিলেন? তিনি কি 'শাফেঈ' ছিলেন? তিনি কি 'হাম্বলী' ছিলেন? তিনি কি 'মালিকী' ছিলেন। তিনি কি ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন মুসলিম।

আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। –ঈসা (আ) মুসলিম ছিলেন, ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– ইবরাহীম (আ) একজন মুসলিম ছিলেন।

আল কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

'অতপর ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের কুফুরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষ্য থাক যে, আমরা মুসলিম।' (আলে ইমরান : আয়াত-৫২)

আল কুরআনে ৩ নং সূরায় আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

'ইবরাহীম ইহূদী বা খৃষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'হানীফ' ও মুসলিম।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৭)

আর আমাদের প্রিয় নবী কি ছিলেন? তিনিও ছিলেন একজন মুসলিম।

আল কুরআনে ৪১ নং সূরায় বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

'তাঁর কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত (যারা স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেছে।) (৪১-সূরা ফুস্‌সিলাত : আয়াত-৩৩)

এভাবে যখন কেউ প্রশ্ন করে, আপনি কে? আপনার বলা উচিত– 'আমি একজন

www.pathagar.org

মুসলিম'। আমার কোন আপত্তি নেই যদি কেউ বলে 'আমি নির্দিষ্ট কিছু রায়ে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করি যা দিয়েছেন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বল (রহ)। আমি সকল মহান পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করি। যদি কেউ ইমাম শাফেঈ (রহ)-এর মত গ্রহণ করে, কখনো আবু হানিফা (রহ)-এর মত গ্রহণ করে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি এ প্রশ্ন করে তুমি কি?' উত্তরে আপনার বলা উচিত যে, আপনি একজন মুসলিম।

আর ভাই আগে যা দাবী করেছেন যে, কুরআন বলছে যে, তিয়াত্তরটি ধর্মীয় উপদল হবে। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা হল আমাদের প্রিয় নবী (সা)-এর একটি বাণী– আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৫৭৯, সেখানে বলা আছে, 'ইসলাম ধর্ম তিয়াত্তরটি উপদলে বিভক্ত হবে।' কিন্তু যদি আপনি নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর শব্দ চয়নের দিকে তাকান, তিনি বলেছেন, 'ধর্ম বিভক্ত হবে'। তিনি বলেননি 'আপনি ধর্মকে ভাগ করবেন'? তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, যদিও কুরআন বলেছে, 'বিভক্ত হয়ো না'– মুসলিমরা –বিভক্তি হবেই।

অন্য আরেকটি হাদীস যা তিরমিযীতে উল্লেখ আছে, হাদীস নং-১৭১। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন– 'ধর্মের তিয়াত্তরটি উপদল 'ফিরকা' আছে। তাদের মধ্যে একটি ব্যতীত সবগুলো জাহান্নামে যাবে।' তার সঙ্গী সাথী সাহাবীরা জানতে চাইলেন, 'কোন্ উপদল?' নবী (সা) বললেন, 'ঐ পথ যাত্রী, যারা নবী ও সাহাবীদের পথ অনুসরণ করে; ঐ পথ যাত্রী যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করে।' সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করে সেই সত্য পথের উপর আছে। ইসলাম বিভাজনে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে সে একজন মুসলিম, আর ইসলাম ধর্মের বিভাজনের বিরুদ্ধে। তাই, যদি আপনি কুরআন ও সহীহ হাদীস পড়েন, তবে দেখবেন, মুসলিমদের উচিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ থাকা। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : আমি লক্ষণ দুকরাস গুরুজি, একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমি জানতে চাই, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বৃদ্ধির জন্য ঠিক কি সমাধান? ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান না রাজনীতি, কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত? দয়া করে আমাকে বলবেন কি?

ডা. জাকির : ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-এর বিস্তৃতির জন্য কোনটি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত? এটি কি ধর্ম, নাকি সমাজবিজ্ঞান, নাকি

www.pathagar.org

রাজনীতি চর্চা? ভাই, এ পুরো বিষয়ের উপর আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছি। একই জিনিস আমার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমার উত্তর একই হবে। সকল ধর্মে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিস্তৃত হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, 'এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস ও কেবল তারই উপাসনা করা।' –এটিই হলো প্রধান অগ্রাধিকার। আমার বক্তৃতায় আমি এটি পুন:পুন: আলোচনা করেছি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরেও আমি এটি বারবার বলেছি। আর আবারও তা পুনরাবৃত্তি করছি। প্রধান অগ্রাধিকার সমাজবিজ্ঞান বা রাজনীতি নয়, এগুলো পরের বিষয়। রাজনীতি যে 'ভ্রাতৃত্ব' আলোচনা করে তা সীমিত, সমাজবিজ্ঞান... তাও খণ্ডিত। এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস– এটিই হলো 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। তিনি একজনই যিনি নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই, যদি আপনি এক সৃষ্টাতে বিশ্বাস করেন এবং কেবল তারই উপাসনা করেন, তাহলে তাতে, কেবল তাতেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : জনাব প্রভু (Prabhu) প্রশ্ন করেছেন, 'সকল ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়কেই প্রচার করে। তাহলে, একজন মানুষ যে কোন একটি ধর্মকে অনুসরণ করতে পারে। এটা কি এক ও একই?

ডা. জাকির : যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা হল 'সকল ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়াদি প্রচার করে। তাই আমরা যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ করতে পারি। এটি এক ও একই রকম। আমি তার সাথে প্রশ্নের প্রথমাংশ বিষয়ে একমত যে সকল ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়াদি প্রচার করে। যেমন– সকল ধর্মই উপদেশ দেয়– 'ডাকাতি করবে না, নারীদের নিগৃহীত করবে না, ব্যভিচার করবে না,'। হিন্দুধর্ম তা বলে, খৃষ্টধর্ম তা বলে, ইসলামও তা বলে। কিন্তু ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হল, ইসলাম ভালো বিষয়গুলো বলার পাশাপাশি, আপনাকে ঐ ভালো বিষয়গুলো বাস্তবায়নের পথও দেখিয়ে দেয়। যেমন– সকল ধর্মেই 'ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলে, কিন্তু ইসলাম প্রায়োগিকভাবে কিভাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে তা চর্চা করবেন তা দেখিয়ে দেয়। যেমন– সালাত, হজ্জ ইত্যাদি। এভাবে ইসলাম তাত্ত্বিকভাবে বলার পাশাপাশি আপনার জীবনে তা চর্চার পথ নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুধর্ম বলে, 'তুমি ডাকাতি করবে না'। খৃষ্টধর্ম বলে 'তুমি ডাকাতি করবে না', ইসলাম বলে, 'তুমি ডাকাতি করবে না।' ইসলাম আপনাকে দেখিয়ে দেবে ঐ অবস্থা অর্জনের পদ্ধতি– যেখানে লোকেরা ডাকাতি করবে না।

www.pathagar.org

ইসলামের 'যাকাত' ব্যবস্থা রয়েছে, তা হল, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যার 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের অধিক সঞ্চয় আছে, অর্থাৎ যার আছে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ন্যূনপক্ষে, তাকে তাঁর সম্পদের ২.৫% প্রতি চান্দ্র বছরে যাকাত হিসেবে দান করতে হবে। যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি এই দানটুকু করে, তবে এই বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যে মৃত্যুবরণ করবে এমন একজন লোকও থাকবে না।

এরপর, মহিমান্বিত আল-কুরআন ৫ নং সূরায় বলছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ـ

'যে পুরুষ বা নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি তাদের জন্য হুঁশিয়ারি।' (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-৩৮)

কিছু লোক বলতে পারে, 'হাত কর্তন এই বিংশ শতকে অতি বেশি শাস্তি! তাই ইসলাম একটি বর্বর ধর্ম, এটি একটি অমানবিক আইন।' কিন্তু আমি জানি যে, ডাকাতি করে এমন অসংখ্য লোক রয়েছে। তাই যদি সকলের হাত কাটা হয়, কেবল তখনই অনেক লোক হাত হারাবে। কিন্তু এই আইনটি এত কঠোর যে, যখনই এটি বাস্তবায়িত হবে এবং যখন একজন লোক জানবে যে, ডাকাতি করলেই তার হাত কাটা যাবে, তৎক্ষণাৎ সে ডাকাতির মানসিকতা থেকে দূরে সরে আসবে।

আপনি জানেন, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতি অগ্রগতির দেশ হিসেবে বিবেচিত আমেরিকা দুঃখজনকভাবে সর্বাধিক অপরাধ সংগঠনের দেশ, সর্বাধিক চুরি ও ডাকাতির দেশ। আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, 'যদি আমেরিকাতে ইসলামি শরী'আ বাস্তবায়ন করা হয়, এই উপদেশ দেয়া হয় যে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে 'যাকাত' দিতে হবে, অর্থাৎ 'তাদের সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% যাকাত হিসেবে এ দান করতে হবে এবং তারপরও যদি কোন নারী বা পুরুষ ডাকাতি করে তার হাত কর্তিত হবে,' আমি জানতে চাই... 'তাহলে আমেরিকাতে ডাকাতি ও চুরির মাত্রা কি বাড়বে? 'এই হার কি একই থাকবে না কি কমবে?' নিশ্চিতভাবে, এটি কমে যাবে, কেননা এটি একটি প্রায়োগিক বিধান। আপনি শরী'আ বাস্তবায়ন করুন এবং আপনি তখনই ফল পাবেন।

আমি আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই। প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মই বলে, 'তুমি কোন নারীকে নিগৃহীত করো না, কোন নারীকে ব্যভিচার করো না।' হিন্দুধর্ম তা বলে,

www.pathagar.org

খৃষ্টধর্ম এটি বলে এবং ইসলামও একই কথা বলে। কিন্তু কিভাবে সেই অবস্থা অর্জন করা যাবে ইসলাম সে পথ প্রদর্শন করে। ইসলাম 'হিজাব' (পর্দা) এর ব্যবস্থা বলে দেয় যেখানে মানুষেরা নারীকে ব্যভিচার বা নিগৃহীত করবে না। মানুষ সাধারণত বলে 'হিজাব' কেবল মহিলাদের জন্য। কিন্তু আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মহিমান্বিত আল-কুরআনে প্রথমে পুরুষদের জন্য 'হিজাব' করতে বলেছেন। তারপর নারীদের জন্য।

মহিমান্বিত আল-কুরআনে ২৪ নং সূরায় বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ -

'বিশ্বাসী লোকদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।' (সূরা আন নূর : আয়াত-৩০)

যখনই কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকায় এবং যখন কোন কু-চিন্তা মনে আসে বা যখন নির্লজ্জ কোন চিন্তা মাথায় আসে, তখন যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করে। আমার এক মুসলিম বন্ধু ছিল যে মেয়েদের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতো। আমি তাকে বললাম, 'ভাই, তুমি কি করছো? কোন নারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইসলামে নিষিদ্ধ।' সে আমাকে বললো, আমাদের প্রিয় নবী (সা) বলেছেন যে, প্রথম দৃষ্টি অনুমোদিত। দ্বিতীয়– দৃষ্টিদান নিষিদ্ধ। আর আমি তো এখনো প্রথম দৃষ্টিপাতের অর্ধেকও শেষ করিনি। নবী (সা) তাঁর বাণী 'প্রথম দৃষ্টি অনুমোদিত, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ' দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি এটাতে বুঝাননি যে, আপনি কোন রমণীর দিকে এক টানা বিশ মিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন। বরং নবী (সা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'যদি কোন রমণীর দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনি দৃষ্টি দেন তবে দৃষ্টি নামিয়ে ফেলুন এবং পুনরায় তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকাবেন না। তার দিকে তৃপ্তি নিয়ে তাকাবেন না।' এটিই নবী (সা) বুঝাতে চেয়েছেন।

পরবর্তী আয়াতে নারীদের 'হিজাব' সম্পর্কে ২৪ নং সূরায় বলা হয়েছে,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ ...

www.pathagar.org

'বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। আর তারা যেন যা সাধারণভাবে প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র ...ছাড়া কাউকে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।' (২৪-সূরা নূর : আয়াত-৩১)

এছাড়াও মুহরিম, নিকটাত্মীয় যাদেরকে বিয়ে করা যায় না– তার একটা বড় তালিকা দেয়া হয়েছে। মূলত: 'হিজাব' এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমত:** সীমা। যা নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের জন্য সীমা হল তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীদের জন্য পুরো শরীর ঢাকতে হবে। কেবল তার মুখমণ্ডল, হাত কব্জি পর্যন্ত প্রদর্শিত হতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন... 'এমনকি উক্ত অঙ্গগুলোও আবৃত থাকা উচিত।' বাকী পাঁচ বৈশিষ্ট্য নারী পুরুষ উভয়ের জন্য একই। **দ্বিতীয়ত:** পরিধেয় বস্ত্র যা তারা পরিধান করে, তা যেন এমন আটোসাটো না হয় যাতে শরীর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। **তৃতীয়ত:** পরিধেয় বস্ত্র এমন পাতলা না হওয়া যার ভেতর দিয়ে দেখা যায়। **চতুর্থত:** এটি এমন চাকচিক্যপূর্ণ হবে না যা বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। **পঞ্চমত:** এটি অবিশ্বাসীদের পোশাকের অনুরূপ হবে না এবং **ষষ্ঠত:** এটি বিপরীত লিঙ্গের পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। কুরআন ও সহীহ হাদীসে 'হিজাব' এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে।

আল-কুরআন ৩৩ নং সূরায় 'হিজাব' গ্রহণের কারণ উল্লেখ করে বলছে –

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَالِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ -

'হে নবী, আপনি আপনার পত্নীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং এতে করে তারা নিগৃহীত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।' (৩৩-সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৫৯)

কুরআন বলছে, 'মহিলাদের জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেয়া হয়েছে যা তাদেরকে নিগৃহীত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।' আর ইসলামী শরীয়াহ বলছে, 'যদি কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।' মানুষ বলতে পারে যে, এই

www.pathagar.org

বিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুদণ্ড হল অমানবিক একটি আইন এবং যেহেতু ইসলাম এ বিষয়ে প্রেরণা দেয়, তাই এটি বর্বর ধর্ম।

আপনি কি জানেন, আমেরিকাতে, যাকে সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে বিবেচনা করা হয় ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি ঘটছে? পরিসংখ্যান মতে, বলা হয়েছে গড়ে প্রতিদিন উনিশ শতেরও বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ১.৩ মিনিটে ১ জন নারী ধর্ষিত হচ্ছে। যতক্ষণ হল আমি এই অডিটরিয়ামে আছি, প্রায় আড়াই ঘণ্টা– এসময়ে কতটি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? ...কতটি? একশরও বেশি। আমি একটি বিষয় জানতে চাই– 'যদি আমেরিকাতে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন নারীর দিকে তাকায় সে তার দৃষ্টি অবনত রাখে, নারী 'হিজাব' দ্বারা যথাযথভাবে পোশাক পরিধান করে এবং তার পরও যদি কোন পুরুষ ধর্ষণে লিপ্ত হয়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'– আমি প্রশ্ন করছি, 'তবে কি ধর্ষণ বাড়বে? নাকি অপরিবর্তনীয় থাকবে, না কমে যাবে? নিশ্চয়ই তা কমে যাবে। কেননা এটি একটি প্রায়োগিক আইন। আপনি 'শরীয়াহ' বাস্তবায়ন করুন, তবেই আপনি ফল পাবেন।

আর এই প্রশ্নটি অমুসলিমদের করেছিলাম, 'ধরুন কেউ একজন দু:খজনকভাবে আপনার স্ত্রী বা আপনার মাকে ধর্ষণ করলো এবং যদি আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করা হয়, আর যদি ধর্ষককে আপনার সামনে উপস্থিত করা হয়, তাকে কী শাস্তি দেবেন?' বিশ্বাস করুন, তাদের সকলে বলেছিল, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কেউ কেউ আরও বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমরা তাকে শাস্তি দিতে দিতে মেরে ফেলবো'। সুতরাং কেন তাহলে এই দ্বিমুখীনীতি? যখন কোন ব্যক্তি অন্য কারো স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে, তখন মৃত্যুদণ্ড হবে একটি বর্বর আইন, আর যখন কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে, তখন আপনি তাকে দিতে চান মৃত্যুদণ্ড!! কেন এই দ্বিমুখিতা?

আর আপনি কি জানেন, ভারতে অপরাধ ব্যুরো-এর পরিসংখ্যান মতে, প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়। কত ঘটনা ঘটছে? প্রতি কয়েক মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা। আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যদি আপনি দশ দিন পূর্বের ২০ অক্টোবরের খবরের কাগজ পড়েন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী L. K. Advani এর বক্তব্য, আপনি জানেন তিনি কি বলেছিলেন। এটি 'Times of India' এর শিরোনাম ছিল। এই খবরে বলা হয়েছে... 'আদভানি তার বক্তব্যে ধর্ষণের কারণে মৃত্যুর বিষয় উপস্থাপন করেন এবং আইনের কিছু সংশোধন

www.pathagar.org

সুপারিশ করেন।' দশদিন পূর্বে ২০ অক্টোবর Times of India তে এটি শিরোনাম হয়েছিল। মঙ্গল বারে, ১৯৯৮ সালের ২৭ অক্টোবরের একদিন আগে, তিনি বলেছেন যে, ধর্ষকদের জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতে চান।

আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম যা ১৪০০ বছর আগে বলেছিল, L. K. Advani আজ একই কথা বলছেন, আমি এজন্য তাকে স্বাগত জানাই। আমি এখানে কোন রাজনৈতিক দল প্রবর্তন করতে আসিনি। আমি রাজনীতিবিদ নই; কিন্তু কেউ যদি সত্য বলে, আমি তার প্রশংসা করি। আর যদি আপনি তা বাস্তবায়ন করেন, নিশ্চিতভাবে ধর্ষণের হার কমে যাবে।

হতে পারে, পরবর্তী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে ইসলামিক 'হিজাব' বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং আমরা আশা করি, ইনশাআল্লাহ, ধর্ষণ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারা ইসলামের কাছাকাছি আসছেন। আমি এর প্রশংসা করি। কেননা এটি হল, 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার সাধারণ (কমন) বিষয়গুলোর প্রতি আস' –এ আয়াতের একটি উদাহরণ। জনাব L. K. Advani অনুভব করেছেন যে, ভারতে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি যথার্থই সুপারিশ করেছেন যে, আইন সংশোধন হওয়া উচিত এবং ধর্ষকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত শাস্তি। আর আমি এর পক্ষে। এর পক্ষ নেয়া আমিই প্রথম ভারতীয়। তাই যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন, ভাল বিষয়গুলো বলার পাশাপাশি ইসলাম ঐসব ভাল অবস্থা অর্জনের পথও দেখিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি বলি যে, অন্যান্য ধর্ম নয়, বরং ইসলাম ভালো বিষয়গুলো অর্জনের পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। তাই যদি আমাকে যেকোন ধর্মের অনুসরণ করতে হয়, আমি ঐ ধর্মের অনুসরণ করবো যে ধর্ম ভাল বিষয় সম্পর্কে বলে এবং ঐসব ভালো বিষয় অর্জনের পদ্ধতিও দেখিয়ে দেয়। সে জন্য আল-কুরআনের ৩ নং সূরায় বলা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হলো ইসলাম –(আল্লাহর সমীপে কারো ইচ্ছা সমর্পণ করা)।' (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯)

প্রশ্ন : আমার নাম মনোজ রাইচা। আমার প্রথম প্রশ্ন হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর নামে আপনি ইসলামের প্রচারণা করছেন। আর তার ভিত্তিতে দয়া করে আপনি যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে কথা বলেন, তখন আপনার দৃষ্টিকোণ সংজ্ঞায়িত করুন। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর শিরোনামে আপনার উচিত সকলের ভ্রাতৃত্বকে

www.pathagar.org

গ্রহণ করা; হোক তা 'মুসলিম'– অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী বা অমুসলিম– আপনার ভাষায় 'কাফির' –যারা (ইসলামে) বিশ্বাস করে না। অন্যথায় এটাকে 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' বললে ঠিক হবে।

ডা. জাকির : ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র নামে আমি ইসলামকে সংবর্ধিত করছি। ধরুন, যদি আমি বলি, 'আপনি শ্রেষ্ঠ কাপড়টি চেনেন' ...আমি বাজারের শ্রেষ্ঠ কাপড়ের কথা বলছি।' আর ধরুন, 'রেমণ্ডস' হল বাজারের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এখন এটা ঠিক যে, আমি 'রেমণ্ডস'কে সংবর্ধিত করছি। যাহোক, আমি 'রেমণ্ডস' থেকে কোন জামা তৈরি করিনি, এটি নিছক একটি উদাহরণ। আমি 'রেমণ্ডস' এর কোন ডিলারও নই। কিন্তু যদি আমি বলি যে, শ্রেষ্ঠ কাপড় হল 'রেমণ্ডস', আর আমার বক্তৃতা যদি শ্রেষ্ঠ কাপড় সম্পর্কে হয়, তবে আমাকে তার সম্পর্কে বলতে হবে। ধরুন 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার কে?' এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিচ্ছি। যদি আমাকে 'XYZ'? নামের কোন ব্যক্তির নাম নিতে হয় আর যদি তিনি শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হন, তবে আমি মূলত: তাকেই সংবর্ধিত করছি।

আমি আপনাদেরকে বলছি যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলে এবং তা অর্জনের পন্থা নির্দেশ করে। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র নামে আমি মুসলিম ও অমুসলিম সকল ভাইকে নাকি কেবল মুসলিমদের ভাই বলছি? আপনার এ প্রশ্নের ব্যাপারে বলছি। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হল যে, সকল মানবকুলই আপনার ভাই, আর আমার বক্তৃতায় আমি এটি ভালভাবে স্পষ্ট করেছি। আমি কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিইনি। আমি খুবই স্পষ্ট করে বলেছি– সম্ভবতঃ এটি ফসকে গেছে বা আপনি শুনতে পাননি। আমি আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। যেখানে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

'হে মানবকুল, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও (এ জন্য নয় যে, তোমরা একে অপরের কুৎসা রটাবে) আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যার 'তাকওয়া' আছে, যে সত্যনিষ্ঠ, যার ধর্মানুরাগ আছে এবং যে খোদাভীরু।' (৪৯-সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে' এ সকল মানুষ, যে ব্যক্তি ধর্মানুরাগ অর্জন করেছে, যে

www.pathagar.org

তাকওয়া ধর্মপরায়ণতা অর্জন করেছে, তারা হল এক। ধরুন আমি পেয়েছি দুই জন ভাই– তাদের একজন ভাল মানুষ। তাহলে মূলত আমি কেবল একজন ভাই পেয়েছি। কিন্তু মনে করুন, আমার দুই ভাই আছে– একজন হল এই ভাইয়ের মত মেডিক্যাল ডাক্তার, যে রোগী দেখে ইত্যাদি এবং তাদেরকে সারিয়ে তোলে। আর অন্য ভাই হল মাতাল ও ধর্ষক। দু'জনই আমার ভাই– কে 'উত্তম ভাই'? স্বাভাবিকভাবেই ঐ ভাই যে ডাক্তার এবং মানুষের সেবা করে এবং যে সমাজের কোন ক্ষতি করে না। অন্যজনও আমার ভাই, কিন্তু সে আমার ভাল ভাই নয়। তদ্রূপ, সকল মানুষই আমার ভাই। কিন্তু যার 'তাকওয়া' আছে, যার ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা আছে সেই আমার কাছের ভাই। যার ধার্মিকতা, সত্যনিষ্ঠতা ও স্রষ্টাভীরুতা আছে সেই আমার কাছের। এটা খুবই স্পষ্ট। আমি আমার বক্তৃতায় এটি বলেছি এবং আমি তা আবারও বলছি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : আপনার আছে শ্রদ্ধাপূর্ণ হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম। এই তিনটি ধর্মেই, ভ্রাতৃত্বের জন্য কিছু ভাল বিষয় রয়েছে। আপনি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের ভ্রাতৃত্বকে ব্যাখ্যা করেননি।

ডা. জাকির : ভাই বলেছেন যে, আমি ইসলামের ব্যাপারে ভালো বিষয়গুলো বলেছি ... 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু আমি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে ভালো বিষয়গুলো বলিনি। আমি কিছু নির্দিষ্ট ভালো বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছি। আমি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যকার 'ভ্রাতৃত্বের' সব বিষয়গুলো বলিনি। কেননা লোকেরা এখানে সব বিষয় ধারণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। যে বিষয়গুলো আমি এখানে বলছি, লোকেরা তা হজম করতে পারবে না। তাই আমাকে ধৈর্য ধরতে হচ্ছে। আমি খৃষ্ট ধর্ম জানি এবং আমি বাইবেল অধ্যয়ন করেছি। আমি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলোও পড়েছি। যদি আমি এখানে সে সব বিষয়গুলো সম্পর্কে বলি, (তবে তা বিভেদ তৈরি করতে পারে) আর আমি এখানে কোন বিভেদ বা ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে চাই না। বরং আমি কেবল সব ধর্মের মধ্যকার সাধারণ মিলের বিষয়গুলো সম্পর্কে বলছি।

আর আমি কোন মিল বিষয়গুলো বলছি? হিন্দু ধর্ম বলছে 'ডাকাতি করো না', খৃষ্ট ধর্ম বলছে, 'ডাকাতি করো না', 'কাউকে নিগৃহীত করো না' ধর্ষণ করো না'– ভালো। 'ভ্রাতৃত্ব' এর অন্যান্য বিষয়গুলো, আপনি জানেন, শুধু একটি নমুনা আপনাকে দিচ্ছি। যীশু খৃষ্ট (আ) বলেছেন, যা বর্ণিত আছে Gospel of Motthew অধ্যায় নং-১০, পংক্তি নং-৫-৬ এতে বলা হয়েছে– ...আমি অধ্যায়

www.pathagar.org

নং ও পংক্তি নম্বরও উদ্ধৃত করছি– এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই, তিনি তার শিষ্যদের বলেছেন 'তোমরা জেন্টাইলসস (অইহূদী) দের পথে যেয়ো না, বরং ইসরাইলের ঘরের (গীর্জা) হারানো মেষের কাছে যাও।' কারা জেন্টাইলস? জেন্টাইলস হলো যারা ইহূদী নয় তথা হিন্দু, খৃষ্টান প্রমুখ।

'কখনো শুকরের সামনে মুক্তা রাখবে না।' ... তিনি আমাদেরকে বলছেন শুকর– আর আপনি চান আমি ঐ বিষয়গুলো বলি? যীশু খৃষ্ট বলেন, Gospel of Motthew অধ্যায় নং-১৫, পংক্তি নং-২৪, 'আমি ইসরাইলের ঘরের (গীর্জা) হারানো মেষ ভিন্ন কারো জন্য প্রেরিত হয়নি।' আমি অধ্যায় নং ও পংক্তি নং উদ্ধৃত করেছি। সুতরাং এর অর্থ হল ধর্ম কেবল ইহূদীদের জন্য, সারা বিশ্বের জন্য নয়।

অন্যান্য ধর্মে সন্যাসবাদে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে হলে আপনাকে এই বিশ্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের মত প্রধান ধর্মগুলো বলে, 'স্রষ্টার নৈকট্য পেতে হলে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে হবে।' কিন্তু আল-কুরআনে ৫৭ নং সূরায় বলা হয়েছে–

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ـ

'আর সন্যাসবাদ (বৈরাগ্য), সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; এটা তাদের উপর আমি ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে এটা পালন করেনি।' (সূরা হাদীদ : আয়াত-২৭)

অর্থাৎ 'এটা সন্ন্যাসবাদের বিরুদ্ধে।' ইসলামে সন্ন্যাসবাদ অনুমোদিত নয়।

আমাদের প্রিয় নবী (সা) বলেন, لاَ رُهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلاَمِ 'বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই।' সহীহ বুখারী-৭, কিতাবুন নিকাহ এর অধ্যায়-৩, হাদীস নং-৪।

এটি বিবৃত হয়েছে। 'হে যুবকেরা যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, বিবাহ করা উচিত।' হাদীস এটি বলছে। যদি আমি এটা মেনে নিই যে, আপনি যদি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন তবে আপনি পরমেশ্বরের নৈকট্য পাবেন, আর যদি আজ পৃথিবীর সবাই পৃথিবী পরিত্যাগ করে (নৈকট্য লাভের জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ করে)

www.pathagar.org

তবে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে একটি জীবন্ত মানুষও থাকবে না। যদি বিশ্বব্যাপী সকলে এ নীতি পালনে ব্রত হয়, তবে সেক্ষেত্রে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' কোথায় যাবে? সেজন্য ভাই, আমি বক্তৃতায় কেবল ভাল বিষয়গুলো আলোচনা করেছি– যদি না আপনি অন্যান্য ধর্মগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চান। এটিই আমার দায়িত্ব। আমাকে সত্য বলতে হবে! আল-কুরআন ১৭ নং সূরায় বলছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

'যখন সত্য এসেছে, তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮১)

উপসংহার

ডা. জাকির নায়েক শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডা. মুহাম্মাদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এডভোকেট প্রভাকর রাও হেজ'কে অনুরোধ করেন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক ও অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেন। তারপর ডা. মুহাম্মদ জনাব কে. আর হিনগুরানীকে তার সভাপতির ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে ভাষণ দেন। তারপর ডা. মুহাম্মদ মাওলানা আতাউল্লাহকে সমাপনী বক্তৃতা দিতে বলেন। 'আক্সা এডুকেশন সোসাইটি'-র পক্ষ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহও বক্তা ডা. জাকির নায়েক, অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এ ধরনের সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য দোয়া করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠান সকল মানুষকে কাছাকাছি আসতে এবং এর মধ্য দিয়ে বিরাজমান ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে। ■

www.pathagar.org

আমাদের প্রকাশিত ডা. জাকির নায়েক-এর বইসমূহ

- ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক
- কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সংগতিপূর্ণ না সংগতিহীন
- কোরআন আল্লাহর বানী নয় কী?
- বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য
- Answers to NON- MUSLIMS Common Questions About Islam

984-300-0020-77-4

অনলাইন পরিবেশক
www. ahsanpublication.com
/ahsanpublication

RAQS Publications